

श्री श्रीनिवासाचार्य - ग्रन्थमाला

Sri Sri Nibasharcharya Gramhamala

Sri Haridas Das

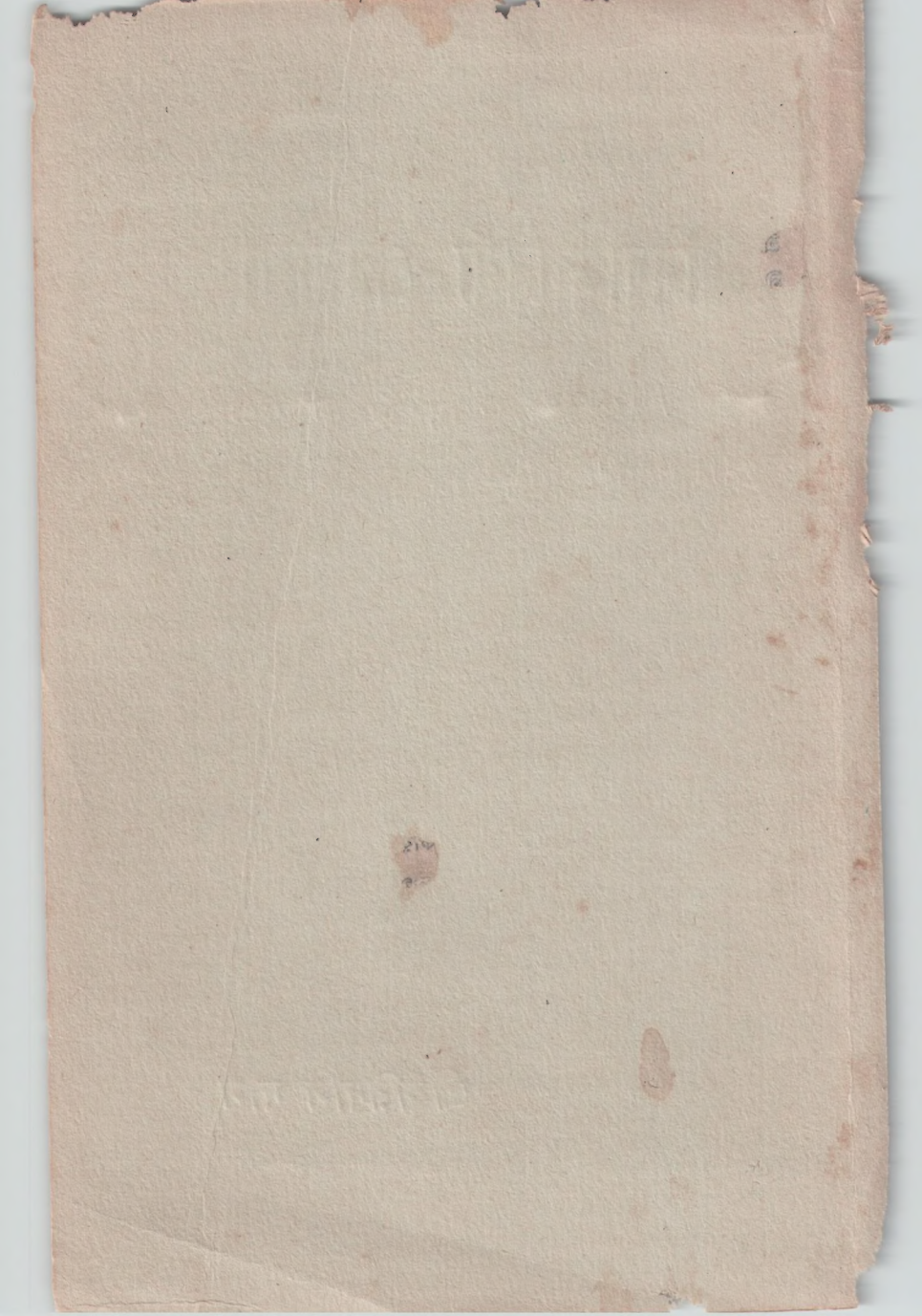
IN CASE OF
MADHAVANANDA DASA
PLEASE RETURN

1

श्रीहरिदास दास

सङ्गणकसंस्करणं ग्रामाग्रासेन हरिपार्षदुदासेन

कृतम्



ভূমিকা

শ্রীগুরু-গৌরঙ্গের অপার করুণায় শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-
ত আমদ-ভাগবতীয় চতুঃশ্লোকীয় (২/৯/৩০-৩৫) টীকা শ্রীভাগবত-
গণের করকমলে সমর্পিত হইতেছে। এই চতুঃশ্লোকী রক্ষাকে শিক্ষা
ওয়ার হলে শ্রীকৃষ্ণের মূখ্যনিঃসৃত বানী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূল
সূত্র। এই শ্লোকচতুষ্টয়ের অবলম্বন করিয়াই অষ্টাদশ-সাহস্রীর প্রবৃতি।
শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের শিক্ষার শিষ্য—পূর্বতন গুরু-
গোস্বামীগণের মতামত যাহা কিছুর শিক্ষাসূত্রে অবগত হইয়াছিলেন,
তাহাই তিনি এই টীকায় সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। বলিতে
ক, এই টীকায় প্রাচীন ধারা অনুসৃত হইলেও স্থলবিশেষে বৈলক্ষণ্যও
বিশেষজ্ঞ মহাজনদের বিচারে ধরা পড়িবে।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে কিস্তদন্তী, সূত্ররং তাহার স্বকৃত এবং
তৎসংবন্ধে তদীয় শিষ্যগণ-কর্তৃক রচিত অষ্টক, সূচক প্রভৃতি একত্র
গ্রথিত হইল। ইহাতে সামাজিকগণের যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা-বিনোদন
হইলেও দীনহীন প্রকাশক কৃতার্থতা লাভ করিবে।

চতুঃসূত্রীতে কি প্রকারে সমগ্র শ্রীভাগবতের অর্থসংগ্রহ হইতে
পারে—তাহাই শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামি-বিরচিতা দীপিকাদীপনীতে
উক্ত হইয়াছে—‘এই চতুঃশ্লোকীদ্বারা কি প্রকারে দশলক্ষণাশ্রিত
সমগ্র ভাগবতের অর্থসংগ্রহ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি
বলিতেছেন—‘আমিই আগে (সৃষ্টির পূর্বে অথবা সর্বধামচূড়ামণি
শ্রীগোলকে) ছিলামই’—এই বাক্যে সর্বকারণের কারণ শ্রীভাগবত-
প্রতিপাদ্য আশ্রয়-তত্ত্ব উক্ত হইল এবং ইহাতেই দ্বাদশ শ্লোকের
অর্থসংগ্রহও হইল। ‘পশ্চাতেও আমি, এই উক্তিদ্বারা পুরুষ,

প্রধানাদি সকল বিষয় বলা হইল এবং ইহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয়
 শব্দের অর্থ-সংগ্রহ হইল। ‘পরিদৃশ্যমান’ বাহা কিছদ্ (জগৎ)—এই বাক্যে
 বিসর্গ, স্থান, উতি, মন্বন্তর ও ঈশানুকথা বলা হইয়াছে। কার্য্য-
 ভূত এই জগৎ আমিহ—ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ; সুতরাং ইহাতে
 চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শব্দের অর্থ সংকীর্ণিত
 হইয়াছে। ‘তৎপরে বাহা কিছদ্ অবশিষ্ট রহিল, তাহাও আমিহ’—এই বাক্যে
 নিরোধ বলা হইয়াছে এবং ইহাতে দশম শব্দের অর্থেরই উপসংগ্রহ
 হইল। ‘অর্থ’বাতীত’ ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে মায়ার প্রস্তাবে মায়্যা-
 সাহায্যে জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি, জীবের সংসার ও জীবের-বিভাগ
 বলা হইয়াছে। এই বিষয়গুলি কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে অবসরানুসারে
 উপাখ্যানবারা সূচিত হইয়াছে—ইহাতে প্রথম শব্দের অর্থ-সংগ্রহ
 উক্ত হইল। ‘যেমন মহাভূত-সমূহ, ইত্যাদি’ বাক্যে পোষণ বলা
 হইয়াছে এবং ষষ্ঠ শব্দের অর্থ-সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে। ‘এইমাত্র
 জিজ্ঞাসা করিবে’ ইত্যাদি বাক্যে সাধন-সূচনায় মুক্তি বলা হইয়াছে
 এবং তাহাতে একাদশ শব্দের অর্থ-সমাবেশও হইয়াছে।”

চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বই নির্দ্বাপিত
 হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য (২৫/১০০—১২৩) বলিতেছেন—

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

“আমি—‘সম্বন্ধ’-তত্ত্ব আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।

আমা পাইতে সাধন ভক্তি—‘অভিধেয়’ নাম ॥

সাধনের ফল প্রেম—মূল ‘প্রয়োজন’।

সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥

এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমাতে।

জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥

(গ)

যেছে আমার 'স্বরূপ', যেছে আমার 'স্থিতি' ।

যেছে আমার গুণ, কর্ম, ষড়ৈশ্বর্য-শক্তি ॥

আমার কুপায় এই সব ক্ষরুক তোমায়ে ।”

এত বলি তি তত্ত্ব কহিলা তঁহারে ॥

“সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ আমি ত হইয়ে ।

প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ, আমাতেই লয়ে ॥

সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে ।

প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥

প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে ।

প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥

‘অহমেব’ শ্লোকে ‘অহম্’—তিনবার ।

পুণৈশ্বর্য-বিগ্রহের স্থিতির নিশ্চার ॥

যে বিগ্রহ নাহি মানে, নিরাকার মানে ।

তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্ধারণে ॥

এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক ।

মায়া-কার্য, মায়া হৈতে আমি—বাতিরেক ॥

যেছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস ।

সূর্য বিনা স্নাতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥

মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব ।

এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিলু, শুন আর সব ॥

অভিধেয়-সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।

সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥

ধর্মাদি বিষয়ে যেছে এ চারি বিচার ।

সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥

সর্বদেশ-কাল-দশায় জীবের কর্তব্য ।

গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রণত্যা, শ্রোতব্য ॥

আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম প্রয়োজন ।

কার্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥

পঞ্চভূত যেছে ভূতের ভিতরে বাহিরে ।

ভক্তগণে ক্ষুদ্রি আমি বাহিরে অন্তরে ॥”

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-কৃতং—

১।	চতুশ্লোকীভাষ্যম্	১
২।	অনুবাদ	৬
৩।	শ্রীশ্রীষড়্গোশ্বাম্যষ্টকম্	১২
৪।	শ্রীমন্নর-ঠক্কুরাষ্টকম্	১৪
৫।	শ্রীপদাবলী	১৫
৬।	প্রকীর্ণ-শ্লোকাঃ	১৭
৭।	শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ শাখাঃ	১৮

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-বিষয়ক-সংগ্রহঃ—

১।	শ্রীমন্নরোক্তম-ঠক্কুর-কৃতঃ	১৯
২।	শ্রীমদ্ গতিগোবিন্দ-ঠক্কুর-কৃতঃ	১৯
৩।	আদেশামৃত-স্তোত্রম্	২০
৪।	শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবাষ্টকম্	২২
৫।	২৩
৬।	গদ্যলেশ-সূচকম্	২৫
৭।	৪১

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য - গ্রন্থমালা

১। চতুঃশ্লোকী-ভাষ্যম্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতন-রূপক !

গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥২॥

১। শ্রীভগবান্দ্বার্চ্যে—ভগবন্তো জ্ঞানশক্তি-বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্য-বীৰ্য্য-
তেজোবন্তঃ ষড়্ গুণযুক্তাঃ, অতএব 'ঐশ্বৰ্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ
শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশ্চৈব যশাং ভগ ইতীঙ্গনা' ॥ ভগবন্তস্ত্রিপাদ-
বিভূতিযুক্তাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদয়ঃ পূর্ণাঃ ; শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্
চাতুঃপাদিক-বিভূতিমান্ শ্রীগোপালরূপী পূর্ণতমঃ। তথাহি শ্রীগোপাল-
বাক্যং—(ব্রহ্মান্ডপুরাণে)

সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।

ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥ ইতি

অতএব সর্ব্বাতিশয়ানন্তগুণবান্ গোলকধামা এব বক্তা।

জ্ঞানমিত্যাदि—মোক্ষে ধীঃ জ্ঞানং, ভক্তৌ ধীঃ পরমজ্ঞানং প্রীতৌ
ধীঃ পরমগুহ্যজ্ঞানং, বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ—শিল্পমত্ৰ শ্রীবিগ্রহ-চিত্তজি
সংগঠন-করচরণ-রেখাবিন্যাসাদিৎ। শাস্ত্রমত্ৰ শ্রীভাগবত-গীতা-পদ্মপুরাণাদি

(ক) শ্রীশ্রীবৃন্দাবনীয়-শ্রীরাধাদামোদর-গ্রন্থাগারস্য ৪২-তমা করলিপি ;

(খ) প্রকাশক-সংগৃহীতা খণ্ডিতা চ চিত্তীয়া।

১। শ্রীগৌরঙ্গ-শ্রীরাধাগোপীনাথ (ক) ; ২। খ-পুস্তকে নাস্তি।

৩। চরণচ্ছবিশ-বিন্যাসাদি (খ)।

সাত্ত্বিক-কণ্ঠপাদ। **রহস্তম** রাস-নিকুঞ্জমোহনমন্দির-শ্রীরাধা-সম্ভোগ-
পরমসুখং প্রধানমঙ্গি। **অঙ্গম** বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিক-সম্ভারি-সুহৃদ্রূপ-
সখাদি-বৈরিরূপ-বৎসলাদি-বিপ্রলম্ভ-পূর্ব-রাগ-মান-প্রবাসাদি-দিব্যোন্মাদ চিত্র-
জ্ঞপাদিকোটীশ। **চ-কারাদনন্তম্। মরা**—স্বয়ংভগবতা রসিক-
শিরোমণিনা নিগূঢ়-নিজলীলা-বিশারদেন গদিতং ব্যক্তমুত্তং ভরতাদি-
মুনিমানসাগোচরত্বাদব্যক্তম্। অতএব গৃহাণ পরমাগ্রহপূর্বকং দুলভং
বস্তু মহানিধিবন্ধারয় ইতি দিক্।

২। **যাবানহং**—গোলোকধামা গোপবেশো গোপীপতিঃ।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে, সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।

গোপতি-তনয়া-কুঞ্জ, গোপবধুটীবিটং ব্রহ্ম ॥

(পদ্যাবলী ৯৯)

বিটচোপপতিঃ স্মৃতঃ। অতঃ পতিঃ একদেশোপচারঃ। যথাভাবো
যথাঃজ্বলাদি-ভাবাশ্রয়ঃ। **যদ্রূপগুণকর্ম চঃ**—শ্যামসুন্দরঃ কোটিকন্দপ-
লাবণ্যধামা অসাধারণ-গুণচতুষ্টয়-মুরলীমোহনত্বাদিবান্, **কর্ম** রাস-
লীলাবিনোদী। **তথৈবেতি**—নিগম-নিগূঢ়ত্বাৎ, নিগমকন্ঠেপি ব্রহ্মণে
অতএব আশীর্বাদঃ, তদগোচরত্বাদশকাঙ্ক্ষা। “গোলকনাশিন নিজধানিন,”
(ব্রহ্মসং ৫১৪৩) “গোলোক এব নিবসতি” (ব্রহ্মসং ৫১৩৭) ইত্যাদি।
“কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্” (গোতমীয়তন্ত্রে), “ভব্যেস্থানি তুল্যানি ন
ময়া গোপরূপিণা” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে), “গোপবেশো মে পূর্বস্তাদাবি-
বভূব” (গোপালতাপনী পূর্ব ২৮) ইত্যাদি। “গোপীজনবল্লভঃ,” “স্বামী
ভবতি” (গোপালতাপনী উত্তর) “কৃষ্ণবধঃ” (ভা ১০।৩৩৭), “বল্লব্যো
মেহনশান্তরং” ইত্যাদি। অধিষ্ঠাতৃত্বে “নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ” (ভক্তি-
রসামৃতে ২।৫।১১৯), “শৃঙ্গাররসবস্বম্” (কর্ণামৃতে ৯৩), “জন্মাদাসা যতঃ”

১। “কং প্রতীত্যারভ্য একদেশোপচারঃ” ইত্যোতদংশঃ খ পুস্তকে নাস্তি।

২। “বল্লব্যো মে মদাশ্রিত্যঃ” ইত্যেব মুদ্রিত-শ্রীভাগবতে (১০।৪৬।৬) দৃশ্যতে।

(ভা ১।১।১), “শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব” (গীতজ্যোতিষেদ ১।৪৮) ইত্যাদি।
 “যং শ্যামসুন্দরং” (ব্রহ্মসং ৫।৩৮), “শ্যামমেব পরং রূপম্” (পদ্যাবলী ৮৩)
 ইত্যাদি। “কন্দর্পকোটিলাবণ্যঃ” (শুবমালা মহানন্দ ২), “কন্দর্পকোটি
 রম্যায়” (শুবমালা প্রণাম ১) ইত্যাদি। “বেগুং কুণন্তং” (ব্রহ্মসং
 ৫।৩০), “বেগুদাদ্যমহোল্লাস”... (গৌতমীয়ে শুবরাজঃ ১৩) “গৌবিন্দং
 কলবেগুদাদনপরম্” (পদ্যাবলী ৪৬) ইত্যাদি। “গোবিন্দং নগরৌ রমো
 স্থিতং রাসরসোৎসুকম্” (গৌতমীয়ে শুবরাজঃ ১১)। “ন হি জানে
 স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ” (বৃহৎসামন পদং); “অভূদাকুলিতে
 রাসঃ প্রমদাশক্তকোটিভঃ ১।” “রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-
 মন্দিতঃ” (ভা ১।১।৩।৩)। “জয়তি শ্রীপতির্গোপীরামমণ্ডল-মন্দিতঃ ২”
 (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২৯ প্রারম্ভ ২) ইত্যাদি।

৩। অহমের পূর্বোক্ত-মহানুভাবো গোপালরূপীও অগ্রে সর্বলোক
 মূবুটগণৌ শ্রীগোলোকাখ্যে আসমেব রাসলীলায় বিরাজমান
 এবাবতিষ্ঠম্, অসু দীপ্তৌ অত্র। নান্যাদিত্যাদি—সং সদ্গুণাৎসুন্দর-
 বধাদি, অসং প্রাকৃত দর্শনাদি, পরং নিজগুণিণীষু গোপীষু পরকীয়া
 ভাবম্। তদেবং মদ্বিনা (যং এতচ্চ) জগদাদিসর্বং কে কুবন্তি?—
 তত্রাহ পশ্চাদহং—সর্বলোকমূলে মূলধারে সংকর্ষণ-কর্মঠাদিরূপেণ,
 যোহবশিষ্ঠেত সর্বলোকমধো বিলাস-পুরুষ-গুণাবতার-লীলাবতারাবেশ-
 প্রাভব-বৈভব-পদ্মনাভ-ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃত্যোংগবলা মম সর্বং বিধাস্যন্তি,
 কার্য্যাকারণোরভেদাৎ; পরঞ্চ স্বয়ম্ অহং গোকুলে সর্বং করিষ্যামীতি
 ভাবঃ।

১। ‘প্রমদাশক্তকোটিভরাঙ্কুলিতে’ ইতি ক্রমদীপিকায়াং (৫।৫৩) পাঠঃ

২। মণ্ডনঃ ইতি মূর্ত্তিত-পদ্যন্তকে পাঠঃ, খ-পদ্যন্তকেইপি।

৩। গোপীরূপী (খ), ৪। এতদাদি সর্বং (ক, খ)।

৪। ননু ইমমর্থং সৰ্বে কথং নানুভবন্তি ? তত্রাহ—**ঋতেহর্থমিতি** ।
 এতদেব পরমকৌতুকং তৎ তাৎ স্কন্ধেপেণ সকলভুবনং নথরাগ্রে নন্তঃশতীম্
 আত্মনো মম মায়াঃ বিদ্যাং, ঋতে সত্যে চাত্মনি ময়ি ইমম্
 অর্থং পরমপদ্ব্যর্থরূপং প্রমাণং যৎ যস্যাঃ প্রভাবেন ন করোতি, নঞঃ
 প্রথমপদেনান্বয়ঃ । আত্মনি আত্মোপমোষদ্বয়ং স্ত্রীপদ্বাদিষু প্রতীয়তে
 করোতি চ; বৈপরীত্যে দৃষ্টান্তঃ—যথাভাসঃ ঘটাদিজ্ঞানং ন করোতি
 তমস্তু কৰোত্যেব । ৩ মম মায়ৈব আর্মাতিশয়েন বিদ্যাং
 বিদ্যামন্তীতি ।

৫। পুনরপি মহাশয়ঃ আত্মনো বিভূত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বে লীলায়াঃ
 প্রকট্টাপ্রকট্টে দৃষ্টান্তেন নিরূপয়তি যথা। মহান্তীতি—পৃথিব্যাপ-
 তেজোবায়দাকাশানি বিভূত্ব-পরিচ্ছিন্নানি চ, প্রকট্টান্যাপ্রকট্টানি চ; পৃথিবী
 ব্যাপিকা অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডাভিকা, পরিচ্ছিন্না কোট্যাদিরূপা । জলং
 ব্যাপি কারণবরূপং ব্রহ্মাণ্ডাধারম্ পরিচ্ছিন্নং করকাদিরূপম্ । তেজো
 ব্যাপি সূক্ষ্মং ব্রহ্মাদিরূপং, পরিচ্ছিন্নং দীপশিখাদিরূপম্ । বায়ুব্যাপী
 সৰ্বগতঃ ১ পরিচ্ছিন্নো বাতাদিরূপঃ । আকাশং সৰ্বগতং ব্যাপী,
 পরিচ্ছিন্নং ঘটাকাশাদিরূপম্ । এবমহং—ন চান্তনং বহিষস্যা ন পূর্বং
 নাপি চাপরম্ (ভা ১০।১।১৩) ইত্যাদিনা বিভূঃ । ‘বব্ধ প্রাকৃতং যথা,
 (ভা ১০।১।১৪) ইত্যাদিনা পরিচ্ছিন্নঃ । অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য়ামিতয়া
 বিভূঃ, বিভূজ-চতুর্ভূজাদিরূপতয়া পরিচ্ছিন্নঃ । তথাহি—“বিভূরপি
 ভূজযুগোৎসঙ্গপরিপ্লবমুত্তীর্ণঃ” (ভক্তিরসামৃতে ২।১।১৯৮) অচিন্ত্যানন্ত-
 শক্তিত্বাৎ । পরং পৃথিব্যাদাপম্পীকৃতাস্তম্মাত্রগন্ধাদিরূপাঃ প্রবিষ্টা
 অদৃশ্যাঃ, সূক্ষ্মরূপাঃ যোগিপ্রত্যক্ষাঃ । অপ্রবিষ্টাশ্চ স্থূলরূপাঃ

১। মম হাস্যরূপাং (খ),

২। আত্মসৈন্যসু (খ),

৩। কৰোত্যেবম্ অথচ (খ),

৪। প্রপঞ্চগতঃ (ক) ।

পঞ্জীকৃত্য মূর্ত্তিম্বচ্চ ১। এবমহং বিবাক্তম্ভাষ্যমিতয়া প্রবিষ্টঃ, পিতৃজাদি-
রূপাপ্রবিষ্টঃ। তথাচ গীতোপনিষদি (বিভূত্বে) ‘বিষ্টভাষ্যমিদং কৃৎস্ন-
মেকাংশেন স্থিতো জগৎ’ (গীতা ১০।৪২) ‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং
হৃদয়ে হৃদয়ং তিষ্ঠতি’ (গীতা ১৮.৬১) ইত্যাদি—‘মামেব যে প্রপদান্তে
মায়ামেতাং তরন্তি তে’ (গীতা ৭।১৫) ‘মামপ্রাপৌব কৌন্তের’
(গীতা ১৬।২০), মাং কৃষ্ণং পং পরিচ্ছিন্নম্। পরঞ্চ—‘বাম্বাগাহাশরীরগীঃ
আকাশবাণাদিকমপি শ্রুতে, তদপরিচ্ছিন্নস্য। এবং মম লীলায়া অপি
অপরিচ্ছিন্নম্ পরিচ্ছিন্নম্ ৩ যথা—‘সদানন্তঃ প্রকাশঃ শৈলীলাভিচ্চ স
দীবাতি, (লঘুভাগবতামৃতে ১৭।১৫) ইত্যানন্ত-শব্দেনাপরিচ্ছিন্নম্।
‘গোকুলে মথুরায়াং স্মারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ’ (ভাবার্থদীপিকা ১০,
উপক্রমণিকা ৬) ইত্যনেন পরিচ্ছিন্নম্ কচৎ প্রকটম্ কচিদ-
প্রকটম্; যথা—‘মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হিঃ।’
(ভা ১০।১।২৮) ইত্যাদিনা প্রকটলীলায়াং স্মারকায়াং ‘‘শ্রিয়ঃপতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চণ্ডত’’ (ভা ১।১০।২৬) ইতি স্মারকাবাসবন্তমানকাল-
প্রয়োগাৎ গোকুলে চ অপ্রকটানতালীলা সূচ্যতে ইতি দিক্।

৬। তদেবং মধুরেণ সাপয়েৎ—এতাবদেবতি। অত্বনো মম
তৎ পূর্বোক্তং সূগোপাং সর্বগ্হাতমং পংম-রহস্যং জিজ্ঞাসুনা
জ্ঞাতুমিচ্ছুনা শিষণে এতাবদেব জিজ্ঞাসুং পুনঃ পুনঃ জ্ঞাতবা,
কুতঃ পরমন্তু? পরমসাধন-পরম-পূরুষার্থ-বিচারানপুনঃ শ্রীভাগবতরত্ন-
রসিকাসঙ্গসঙ্গ-প্রসন্নোন্তলচিত্ত-জীবনীভূত-গোবিন্দ পাদপদ্ম-সুধাস্বাদক—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণাজচণ্ডরীক-শ্রীরাধাপদনখচন্দ্রকোর-শ্রীগুরুভূতঃ শিক্ষণীয়ং

১। ‘পৃথিব্যাদি-পঞ্চকৃত্যম্ভাষ্যমিতয়া প্রবিষ্টাঃ অদৃশ্যাঃ, স্থূলরূপাঃ
যোগপ্রতাস্কা অপ্রবিষ্টাঃ পঞ্জীকৃত্য মূর্ত্তিম্বচ্চ’ ইতি কথ্যম্ভোঃ পাঠঃ।

২। ভা ১০।১।২৪ যথৈ সাহাশরীরবাক্; ৩। প্রকটপ্রকটম্ (ক, খ)।

পূর্বোক্তমেব, শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যং—স্বকীয়া পরকীয়া, গোপীয়া পরকীয়া-ভাবাদিকং, নানাং । কেন প্রকারেণ ? ইত্যাহ—অন্য-ব্যতিরেকাত্যাম্—অন্যেন অনঙ্গমনেন অনুসেবয়েত্যর্থঃ । ব্যতিরেকেণ বিশিষ্টেন অতিরেকেণ ঔৎকট্যেন পরমার্জোত্যর্থঃ । যৎ শ্রীগুরুরোরনঙ্গমনং সর্বত্র সর্বভজনসাধনে অনুসরণং সর্বদা সর্বকালে জীবনে মরণে বিপদী সঙ্গাদি দূরে নিকটেদিনাদৌ নিশাদৌ সঙ্কীর্ণনাদৌ মহাপ্রসাদে অনুশীলনে ইত্যাদি । অতএব—‘তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত’ (ভা ১১।৩।২১) ইত্যাদি । ‘তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিষ্টেন্দু গদ্বাঐদেবতঃ’ (ভা০ ১১।৩।২২), গুরুদুর্বেবাশ্রা দৈবতং ; ‘তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।’ ‘যে ময়া গুরুণা বাচ্য তবস্ত্যজ্ঞো ভবাণবন্’ (ভা০ ১০।৮।৩৩), ‘যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ’ (ভা০ ১০।৮।৩৩) ; গুরুদরন-গ্রহেণৈব পূর্ণঃ । হরিগুরুচরণাবিন্দুষু গুলানুশীলনেন “বলবানাদরো বসান স্যাদ্গুরুপদাশ্বজৈ । শ্রুতৈরপ্যস্যা সচ্ছাস্তৈঃ কৃষ্ণে ভক্তিন্ জায়তে ।” হরিরেব গুরুগুরুদেব হরিঃ । ‘গুরু-কর্ণধারম্’ (ভা০ ১১।২।১৭) ‘গুরুষু নরমতিঃ’ (পাদ্মে), ‘গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিব্দনম্’ (পাদ্মে), ‘আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়াৎ’ (ভা০ ১১।১।২৭) ইত্যাদি । কিং বহুনা ? নাস্তি তৎ গুরোঃ পরম্ ইতি দিক্ ।

শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরচিতা শ্রীচতুঃশ্লোকীব্যাক্য

২ । তাৎপর্য্যানুবাদ

১ । শ্রীভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন—যাঁহাদিগেতে জ্ঞান, শক্তি, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও ভৈরোরূপ ছয়টি গুণ আছে, তাঁহাদিগকে ‘ভগবান’ বলা হয় । ত্রিপাদবিন্ভাবিত্বস্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি ভগবান-রূপী অবতারগণ পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান, চতুঃপাদবিন্ভাবিতসম্পন্ন

শ্রীগোপালরূপী এবং পূর্ণতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীগোপাল-কর্তৃকই উক্ত
 ইহঁরাছে—‘আমার পূর্ণ ও ষড়্গুণযুক্ত বহুবিশ্ব প্রকাশ আছে, কিন্তু
 আমার গোপরূপের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না।’ অতএব
 এস্থলে সর্বোচ্চশাস্ত্রী অনন্ত-গুণময় গোলকবাসী শ্রীহঁরই বক্তা। মোক্ষ-
 বিষয়িণী বৃন্দকে ত্রান, ভক্তিবিষয়িণী বৃন্দকে পরম জ্ঞান, প্রীতি-বিষয়িণী
 বৃন্দকে পরম গুহ্যজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান-শব্দে শিল্প ও শাস্ত্র-
 বিষয়ক অনুভবই বাচ্য, এস্থলে শিল্প-শব্দে শ্রীবিগ্ৰহের প্রতিবিম্ব সংগঠন
 ও করচরণাদির রেখাবিন্যাসাদি বোধ্যবা এবং শাস্ত্রও শ্রীমদ্ভাগবত,
 গীতা, পদ্মপুরাণাদি এবং সাত্ত্বিক কল্পাদি। রহস্য-শব্দে এস্থলে রাস
 এবং নিকুঞ্জ ও মোহন মন্দির প্রভৃতিতে শ্রীরাধার সহিত সম্ভোগাদি
 পরম সুখানুভূতি—ইহাই প্রধান ও অঙ্গী। অঙ্গ বলিতে বিভাব,
 (আবলম্বন ও উদ্দীপন), অনুভাব (চিন্তাস্থিত ভাবের অবরোধক নৃত্য, গান,
 হৃৎকার, জম্বা ইত্যাদি), সাত্ত্বিক (অশ্রু, কল্পাদি), ব্যাভিচারী (হাস,
 লজ্জা, শ্রমাদি), সুন্দররূপে সখাদি, শত্রুরূপে বৎসলাদি রস, পূর্ব-রাগ,
 মান, পূর্ববাস, দিব্যান্ধাদ, চিত্তজলপাদি অনন্ত ব্যাপারই গ্রাহ্য। স্বয়ং
 ভগবান্ রসিক-শিরোমণি নিগূঢ়লীলা-বিশারদ আমিই তোমাকে এই সব
 তত্ত্ব বলিতেছি। ইহা কিন্তু ভগবাদি মূর্খনিগণেরও মনোবৃত্তির অগোচর
 বলিয়া এতদিন অবাস্তই ছিল, তথাপি আমি তোমাকে কৃপা করিয়া
 স্পষ্টতঃ বলিতেছি। হে ব্রহ্মন্! তুমি এই তত্ত্বকে মহানিধির ন্যায়
 মনে করিয়া পরমাগ্রহসহকারে অবধারণ কর।

২। আমার অনুগ্রহে তোমার মাম্বষয়ক সর্বপ্রকার তত্ত্ব-জ্ঞানের
 ক্ষুদ্রিত্ব হউক। শ্লোকস্থ ‘যাবানহং’ শব্দ আমার স্বরূপের দ্যোতক, আমি
 জ্ঞানলক্খমবাসী, গোপবশ ও গোপীপতি। গোপীপতি-শব্দে
 গোপীগণের উপপতিই বোধ্য। ‘যথাভাবঃ’-শব্দ দ্বারা উজ্জ্বলাদি
 বিবিধ ভাবের আশ্রয়কে বুঝায়। ‘ষট্-পদগুণকমঃ’ শব্দের ‘রূপ’ শব্দে

শ্যামসুন্দর, কোটিকন্দর্পলাবণ্যময় বিগ্রহাদি ধর্ম্মনিত, 'গুণ' শব্দে অসাধারণ গুণচতুষ্টয় (লীলা, প্রেম রূপ ও বেগু-মাধুরী) বোধবা এবং 'কর্ম্ম' শব্দে রাসলীলাদি বিনোদেই বাচক। এই সব তত্ত্ব নিগম-নিগূঢ় বলিয়া নিগমকর্ত্তা ব্রহ্মারও অগোচর এবং দুর্বোধ্য, এইজন্যই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা।

৩। আমিই (পূর্ব্বোক্ত মহানুভব গোপালরূপী) অগ্রে অর্থাৎ সর্বলোক-চূড়ামণি শ্রীগোলক-নামক ধামে শ্রীরাসলীলায় বিরাজমানই ছিলাম। তখন আর অন্য সদসংপর কার্য্যাদি কিছুই ছিল না—শ্লোকের 'সং' বলিতে সাধুজনের রক্ষার জন্য অসুর-ঋষাদি, 'অসং' বলিতে প্রাকৃত দর্শনাদি এবং 'পর' শব্দে নিজ-গৃহিণী গোপীগণে পরকীয়া ভাবই ধর্ত্তবা। যদি প্রশ্ন হয় যে শ্রীহরি যদি নিতাই গোলকে রাসলীলায় মগ্ন থাকেন, তবে জগদাদির সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য্যাদি কে করেন? তদন্তরে বলিতেছেন যে সর্বলোক-মূলে মূলধার পাতালে আমিই সংকর্ষণ ও কচ্ছপাদিরূপে থাকিয়া পৃথিবীর ধারণ পোষণ করি। আবার গোলক ও পাতালের মধ্যবর্ত্তী অবশিষ্ট (অন্যান্য) যাবতীয় লোক-মধ্যেও আমিই বিলাস, পুরুষ, গণ্যবতার, লীলাবতর, প্রাভব, বৈভব, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতিতে অংশকলারূপে অবস্থান করিয়া সকল কার্য্য সমাধান করিয়া থাকি (তাৎপর্য্য এই—কার্য্য ও কারণ বেদান্তমতে অভিন্ন বলিয়া বিলাসাদি দ্বারা যে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেও স্বয়ং ভগবানেরই শক্তি-প্রেরিত বলিয়া প্রকৃত পক্ষে ভগবানই মূখ্য কর্ত্তা, অন্যান্য সকলেই গোণ বা প্রয়োজ্য কর্ত্তা)।

৪। এস্থলে আশঙ্কা—তবে কেন এই সব তত্ত্ব সকলে অনুভব করেন না? তদন্তরে বলিতেছেন—ইহাই ত পরম কৌতুক, ইহাকে আমার দ্বারার প্রভাব বলিয়াই জানিবে। দ্বারার স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—যিনি ব্রহ্মক্ষেপেই চতুর্দশ ভুবনকে নথরাগ্রে নাড়াইতেছেন,

তিনিই আমার মায়া। তাঁহার কার্য—সত্যস্বরূপ পরমাত্মা আমাতে
উনিই পরম পুরুষার্থরূপ প্রেম করান না, অথচ অসত্যস্বরূপ আত্মতুল্য
স্ত্রীপুত্রাদিতেই প্রেম প্রয়োগ করান। এইরূপ বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত—
চিহ্নময় বস্তুর আভাসে (স্ফুরণে) ঘটাদিজ্ঞানের বাধা হয় অর্থাৎ যদ্যপি তদ্রূপ
ইষ্ট বস্তুর স্মৃতি হইতে থাকিলে আর ঘটপটাদি বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ সত্যের
অনুভব হয় না অথচ চিহ্নময় বস্তুতে অভিজ্ঞান থাকিলে ঐ ঘটপটাদি জ্ঞানের
সাধন হয় অর্থাৎ ইষ্টবস্তু-বিষয়ক অভিজ্ঞানেই ঘটপটাদি পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর
অস্তিত্বজ্ঞান ঘটায়। আমার এই মায়াই বিদ্যাকে সম্যক্ প্রকারে
আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

৫। পুনরায় মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার স্বরূপের বিভূষণ ও পরিচ্ছিন্নতা
এবং লীলার প্রকট ও অপ্রকট বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরূপণ
করিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্ম
যদুগপৎ বিভূ ও পরিচ্ছিন্ন এবং প্রকট ও অপ্রকটরূপে বিরাজ করে।
বিভূরূপে পৃথিবী অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী অথচ লোষ্ট্রাদিরূপে
পরিচ্ছিন্না; বিভূরূপে জল কারণ-সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডাধার অথচ করকাদিরূপে
পরিচ্ছিন্ন; অগ্নি বিভূরূপে সূক্ষ্ম ব্রহ্মপ্রভৃতি-স্বরূপ এবং দীপাংশিখাদি
রূপে পরিচ্ছিন্ন; বায়ু সর্বগত হইয়া ব্যাপী এবং বাত্যাতিরূপে পরিচ্ছিন্ন;
আকাশও সর্বগত হইয়া ব্যাপী অথচ ঘটাকাশাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন
(সীমাবদ্ধ) তদ্রূপ আমিও বিভূ—এ বিষয়ে (ভাগবতে ১০।৯।১৩)
প্রমাণ—যাঁহার অন্তর্ভাষ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্বদেশব্যাপক এবং যাঁহার
পূর্বপন্নবর্তী কাল-বিভাগ হয় না অর্থাৎ সর্বকালব্যাপী ইত্যাদি। বিভূ
স্বয়ং আবার আমি পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি—তাহারও প্রমাণ
(ভা ১০।৯।১৪)—মা যশোদা যাঁহাকে প্রাকৃতবালকবৎ বশন করিয়াছেন
ইত্যাদি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভাষিরূপে আমি বিভূ (অসীম),
আবার বিভূজ-চতুর্ভূজাদি-স্বরূপে পরিচ্ছিন্ন (সসীম)। ভক্তিরসামৃত

(২।১।১৯৮) বলিতেছেন—বিভূ হইলেও যিনি মাতার কুলমধ্যবর্তী
 ক্রোড়েই পর্য্যাপ্ত (পূর্ণ) রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ইত্যাদি। অসমীত্বেও
 সসীমত্ব কিন্তু তাহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিবলেই সাধ্য। অপরিদকে—
 পৃথিব্যাदि পণ্ডিত বখন অপণ্ডীকৃত (অবিমিশ্রিত) অবস্থায় তন্মান-
 গন্ধাদিরূপে থাকে, তখন তাহারা প্রবিষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিয়া
 সাধারণ লোকের অদৃশ্য হইলেও যৌগিকগণের প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু
 তাহারাই আবার পণ্ডীকৃত (মিশ্রিত) অবস্থায় স্থূলরূপে প্রকাশ পাইয়া
 বখন মূর্ত্তিধারণ করে, তখন তাহারা হয় অপ্রবিষ্ট (দৃশ্য); তদ্রূপ
 শ্রীভগবানও বিরাক্ট পুরুষের অন্তর্যোগী-স্বরূপে প্রবিষ্ট (অদৃশ্য) অথচ
 বিবর্ত্তজাদিরূপে অপ্রবিষ্ট (দৃশ্য)। বিভূত্বের প্রমাণ—(গীতা ১০।৫২)
 আমি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমারই একাংশে জগতের স্থিতি হয়
 ইত্যাদি। আবার পরিচ্ছিন্নত্বের প্রমাণ—আমারই শরণাপন্ন হইলে এই
 জগৎ পার হওয়া যায় (আমি শব্দ এই কৃষ্ণরূপে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি বোধব্য)
 দৈববাণীর উল্লেখাদিও অপরিচ্ছিন্নত্বের প্রমাণ। এইরূপে ভগবানের
 লীলারও অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব আছে। অসীমত্বের প্রমাণ—
 (লঘুভাগবতভাষ্যে)—‘শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল অনন্ত প্রকাশে অসাধারণ লীলা-
 বিনোদ করেন’ এস্থলের অনন্ত-শব্দ লীলার অসীমতার বাচক, আবার
 ‘তখন গোকুলে, মথুরায় ও শ্বারকায় ক্রমাৎ লীলা বিস্তার করেন,’ এই
 ভাবার্থদীপিকার (১।১।২) প্রামাণ্যে লীলার পরিচ্ছিন্নতাও বুঝাইতেছে।
 আবার কোথাও প্রকটত্ব, তৎকালে অনন্ত অপ্রকটত্ব বুদ্ধিতে হইবে।
 শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১।২৮) ‘মথুরায় শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান্’ এই
 বচনে মথুরায় নিত্য বিরাজমানতার শ্বারকায় (গোকুল) অপ্রকট প্রকাশে
 নিত্যলীলার সূচনা করে। আবার শ্রীকৃষ্ণের শ্বারকায় অবস্থানকালেও
 শ্বারকাবাসিগণের উদ্ভূতে (এই শ্রীপতি কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া যদুবংশকে
 ও লীলাবিনোদে মধুপুত্রীকে ধ্যান্য করিতেছেন) বর্ত্তমানকালে প্রয়োগটি

গোকুলেও অপ্রকট নিত্যলীলারই ইঙ্গিত করিতেছে ; হৃৎকর স্বীকার করিতে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাত্রই নিত্য, একত্র আবির্ভাব হইলে অন্যত্রও অপ্রকটে সমজাতীয় লীলাবিনোদ নিত্যকালই চলিতেছে ।

৬। এক্ষণে প্রসঙ্গটির মধুরভাবে সমাপন করিতেছেন—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্বোক্ত সুগোপ্য পরমগুহ্যতম পরমরহস্য তত্ত্বটির জিজ্ঞাসা জাগিলে শিষ্য পুনঃ পুনঃ এই কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন । জিজ্ঞাসার স্থল—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই । শ্রীগুরুদেবও আবার পরমসাধন পরম-পুরুষার্থাদি-বিষয়ে বিচার-নিপুণ হইবেন, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত রসিকজনের সঙ্গপরায়ণ অতএব প্রসন্ন ও উজ্জ্বলচিত্ত হইবেন, জীবাত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম সুধার আশ্রয়দক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণপঙ্খের মধুর এবং শ্রীরাধার পদনখর চন্দ্রচকোর হইবেন । এর্বাংশধ শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ ভজননিপুণ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্যই জ্ঞাতব্য । এই লীলা রহস্য শব্দে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে লীলার গোঁবিধা এবং গোপীগণ বিষয়ে পরকীয়া, ভাবাদি, অন্য কিছু (স্বকীয়াদি) নহে, ইহাই বোধ্যব্য । কোন্ প্রকারে শিক্ষণীয় ? —তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অবশ্যে ও ব্যাভিরেকে । অম্বয় শব্দে আনুগত্য অর্থাৎ নিরন্তর সেবা এবং ব্যাভিরেক শব্দে ঔৎকট্য অর্থাৎ পরমার্তিই ধর্মান্ত ; হৃৎকর পরমার্তিভরে শ্রীগুরুপাদপঙ্খের নিত্য আনুগত্যমূলক সেবাস্বারাই শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য জ্ঞাতব্য ; যেহেতু শ্রীগুরু-চরণের আনুগত্যই সর্বত্র—সর্বভজনসাধনে সর্বদা অর্থাৎ সর্বকালে—জীবনে মরণে, বিপদে সম্পদে, দূরে নিকটে, প্রভাতে প্রদোষে, সংকীর্ণনারম্ভে ও মহাপ্রসাদ সেবার, এক কথায় জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রতিগুরুহৃতেই অনুশীলনীয় কার্য্য অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম । এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু শাস্ত্রই সাক্ষ্য বহন করিতেছেন—‘শ্রীগুরুদেবেই প্রপন্ন হইতে হয় । শ্রীগুরু রূপ আত্মা (পরম বাস্তব) ও দেবতার (পরমারাধ্য ইষ্ট বস্তু) নিকট

হইতেই ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করিতে হয়' ইত্যাদি । অধিক বলা নিঃপ্রয়োজন—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণই পরাংপর তত্ত্ব ।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতং

৩। শ্রীশ্রীষড়্গোস্থান্যষ্টকম্

কৃষ্ণকীর্তন-গান-নর্তনপর্যো প্রেমামৃতান্ভানধী
ধীরাদীরজন-প্রিয়ো প্রিয়করো নির্গৎসরো পূজিতো ।
শ্রীচৈতন্যকৃপান্তরো ভূবি ভুবো ভারাবহস্তারকো
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুঋগুগৌ শ্রীজীব-গোপালকো ॥ ১
নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণো সম্ভ্রম-সংস্থাপকো
লোকানাং হিতকারিণো হিভুবনে মান্যো শরণ্যাকরো ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকো
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুঋগুগৌ শ্রীজীব-গোপালকো ॥ ২
শ্রীগৌরাজ-গুণানুবগন-বিধো শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ্যান্ধিতো
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনো তনুভূতাং গোবিন্দ গানামৃতৈঃ ।
আনন্দান্বদিশ বন্দনৈক নিপুণো কৈবল্য নিস্তারকো
বন্দে রূপ সনাতনো রঘুঋগুগৌ শ্রীজীব গোপালকো ॥ ৩
তাক্তনা তর্কমণেশ মণ্ডলপতি শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভাস্ত্রা দীনগণেশকো করুণয়া কোপীন কহাপ্রতো ।
গোপীভাব রসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমণো মদহু
বন্দে রূপ সনাতনো রঘুঋগুগৌ শ্রীজীব গোপালকো ॥ ৪

কৃৎজং-কৌকিল-হংস-সারস-গগাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারক্ত-নিবন্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে ।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতো জীবার্থদৌ যৌ মৃদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫

সংখ্যা পদ্বক-নাম-গান-নর্তিভঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণশ্ৰুতৈর্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬

রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বংশাদশেষ-দশয়া গুন্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
গায়ন্তৌ চ কদা হরেগুণবরং ভাবাভিভূতৌ মৃদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭

হে রাধে ! রজদেবকে চ ললিতে ! হে নন্দসুনো ! কুতঃ
শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ ।
ঘোষণ্তাবিতি সর্বতো রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮

শ্রীশ্রীনিবাস-পারিনির্মিতম্ভেতদ্‌চৈঃ
শ্রদ্ধাশ্রিতঃ পঠতি যঃ স্কৃদেব স্যাম্য ।
ছিদ্ভাঙ্গু কর্মবিষয়াদিকমেতি তুর্ণ-
মানন্দতচ্চরণমেব হি নন্দসুনোঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীষড়্‌গোষ্ঠাস্থী-গুণলেশ-সূচকাস্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু-কৃতং

৪। শ্রীশ্রীগনরহরি-ঠকুরাষ্টকম্

প্রেমাধারং গধুর-বিহারং,
 শ্রীখণ্ডাখ্যে বিহিত-নিবাসং,
 গাঙ্গেয়াজদ্যুতিমতিধীরং,
 বক্রাকেশং পৃথ্বকটিদেশং,
 প্রীত্যাহ্বনং সুললিতগানং,
 নৃত্যোৎসুক্য-প্রণতিবিশেষং,
 যস্য ভ্রাতা সদসি মুকুন্দো-
 তং বিম্বাংসং সুগধুরভাসং,
 যস্যোৎসঙ্গে নিহিত-নিজাঙ্গো,
 তং প্রাণস্বং বিহিত-বিলাসং,
 যেনোনীপে সলিল-সমীপে,
 পূজাশুক্রে তং পরহৰ্ষং,
 চক্রে মত্তাঙ্কচিসূত-ভক্তান্,
 মাধবীকৈৰ্যো গৃহ-খনিজৈস্তং,
 বৃন্দারণ্যে ব্রজ-রমণীনাং,
 তং শ্রীগৌর-প্রিয়তমশেষং,

শ্রীচৈতন্যাম্বুজলজ-সারম্ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ১
 শ্রীখণ্ডাক্ষিত-সুশরীরম্ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ২
 ধারানেষং পুঙ্কিত-গাত্রম্ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৩
 মুচ্ছ দৃষ্টদা নৃপ-শিখিপুচ্ছম্ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৪
 গৌরাজোহভুং পৃথ্ব পুঙ্ককাজঃ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৫
 জাতৈঃ পুটৈঃ প্রতিদিনমিষ্টৈঃ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৬
 নিত্যানন্দ-প্রভৃতিঃসমেতান্ ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৭
 মধ্যে খ্যাতা হি গধূমতী য়া ।
 বন্দে শ্রীলং নরহরি-দাসম্ ॥ ৮

প্রতিদিনমনকুলং হাষ্টকং ধৈর্যবানং

পরিপঠতি সুধীৰ্ঘঃ শ্রদ্ধারদং স ধীরঃ ।

নরহরি-রতিপাত্রং প্রেমভক্তিং লভেত

প্রকটিত-বদগমন্তে গৌরচন্দ্রে শ্বতন্ত্রে ॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীগনরহরি ঠকুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুকৃতা পদাবলী

- ১। বদনচাঁদ কোনে, কুন্দারে কুন্দিলে গো,
কেনা কুন্দিলে দ্বই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর, পরাণ যেমন করে গো,
সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
রতন কাড়িয়া অতি, যতন করিয়া গো,
কে না গাড়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণী গো,
যোগী হবে উহারি ধোয়ানে ॥
অমিয়া মধুর বোল, সুধা খানি খানি গো,
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
মদন-ফাঁদ ও না, চুড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মূঞে, উহা না দেখিল গো
এ বাড়ি মরমে মোর বেথা ॥
নাসিকার আগে দোলে, এ গজ-মুকুতা গো,
সোনার মড়িত তাঁর পাশে।
বিজ়ুরী-জড়িত যেন চাঁদের কনিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
করভের কর যিবি, বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখী, পিয়সে মরয়ে গো,
উহারি পরশ-রস মাগে ॥

নাটদ্বারা ঠমকে ঝাঙ্গ রহিয়া রহিয়া চায়,

চলে যেন গজরাজ মাতা ।

শ্রীনিবাস দাস কর, লিখিলে লিখিল নয়,

রূপসিদ্ধ গঢ়ল বিধাতা ॥

[রূপানুরাগে—পদকল্পতরু ৭৯০]

২ ।

প্রেমক পুঞ্জরী, শুন গুনমঞ্জরি,

তুহুঁ সে সকল শ্রুভদাই ।

তোহারি গুণগণ, চিন্তাই অন্তরন,

মঝু মন রহল বিকাই ॥

হরি হরি কবে মোর শ্রুভদিন হোয় ।

কিশোরী-কিশোর-পদ, সেবন সম্পদ,

ভুয়া সনে মিলব মোয় ॥ ধ্রু

হেরই কাতর জন, কুরু কৃপানিরিখণ,

নিজ-গুণে পূর্বাি আশে ।

তুহুঁ নব ঘন বিন্দু, বিস্মদ বরিষণ,

কো পূরব পিপিল-পিয়াসে ॥

তুহুঁ সে কেবল গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি,

মঝু মন ইহ পরমাণে ।

কই কাতর ভাষে, পুন পুন শ্রীনিবাসে,

করণয় করু অবধানে ॥

[প্রার্থনা—ঐ ৩০৭২]

৩ ।

তুহুঁ গুণমঞ্জরি, রূপে গুণে আগরি,

মধুর মধুর গুণ-ধামা ।

ব্রজনবধুবন্দন, প্রেমসেবা পরবন্দ,

বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥

কি কহব তুয়া যশ, দহু^১ সে তোহারি যশ,
 হৃদয়ে নিশ্চয় মব^২ জানে ।
 আপনা অন^৩গা করি, করুণা-কটাক্ষে হোরি,
 সেবা-সম্পদ কর দানে ॥
 হোই বামন-তন^৪, চাঁদ ধরিতে জন^৫,
 মব^৬ মন হেন অভিলাষে ।
 এ জন কৃপণ অতি, তুহ^৭ সে কেবল গতি,
 নিজ গুণে পদ^৮রিব আশে ॥
 ম^৯দ্বন্দ্ব^{১০}্য অঞ্জলি করি, দশনে হ তৃণ ধরি,
 নিবেদহ^{১১} বারহি বারে ।
 শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেমসেবা রজধামে,
 প্রার্থ^{১২}হ^{১৩} তুয়া পরিবারে ॥

[প্রার্থনা—ঐ ৩০৭৩]

৬। শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত-শ্লোকাঃ

শ্রীরঘুনন্দন-শাখানির্গ^১য়েঃ—

রোমাঞ্চারিত-বিগ্রহো বিগলিতানন্দাশ্রু^২ধোতাননো
 যন্ত^৩ভাব-বিভাবনাভিরভিতো নিধ^৪ত-বাহ্যস্পৃহঃ ।
 ভক্তিপ্রেম-পরমপরা-পরিচি^৫তঃ সদাঃ সমুৎপদ্যতে
 সোহরং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামানন্দ-কল্পদ্রুমঃ ॥

‘শ্রীখণ্ডের প্রাচীনবৈষ্ণব’-নামকে গ্রন্থে—(৬৩ পৃঃ)

মাল্যচন্দন-সন্দানাদগ্ৰতঃ করুণাকরঃ ।
 বহুমানাস্পদং চক্রে গৌরাজন্তং মহাত্মনাম্ ॥
 কীর্তনান্তে হরিদ্রাক্ত-দধিভাণ্ডস্য ভঞ্জে ।
 স ঐক্যধিকারিভ্যং লেভে গৌর-প্রসাদতঃ ॥

নিত্যানন্দযুতেষু কীৰ্ত্তনবিধেৰ্ম্মে মহাপ্রেমতঃ
সাত্বিকেষু গণেষু সংহৃ কৃপয়া গোঁরাঙ্গদেবঃ স্বয়ম্ ।
চক্রে তং রঘুনন্দনং দধি-হরিদ্রাভাওভঙ্গাধিপং
তস্মান্নান্যকুলস্য তত্র কীর্তিতা নোল্লংঘনীয়ঃ প্রভুঃ ॥

তত্র ৬৭-তম-পৃষ্ঠে—

লোকানাং কলিকালঘোর-তিমিরেচ্ছাদ্যমানাঅনা-
মাচণ্ডাল মহামহোৎসবকরো যঃ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনে ।
ভক্তিভাগবতী ষদ্বক্তিস্বধয়া পদংসাং সমুজ্জ্বলভতে
সোহরং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তাংশাবতারো হরেঃ ॥

তত্র ৬৮ তম পৃষ্ঠে—

শ্রীগোঁরাঙ্গহরেরন্যাসদৃশ প্রেমস্বরূপাঙ্গপদং
সৰ্বাঙ্গপ্রকটীকৃতোজ্জ্বলরসানন্দং স্বয়ং চেতসা ।
শ্রীরাধারজনাগরেন্দ্র পরমপ্রেম স্বরূপাকৃতিং
বন্দে শ্রীরঘুনন্দনং প্রভুমহং চৈতন্যভাবোজ্জ্বলম্ ॥

৭। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ শাখাঃ

শ্রীদাস গোকুলানন্দো শ্যামদাসস্তথৈব চ ।
শ্রীবাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলকাঃ ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণব সেবনাঃ ॥
শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দ কৰ্ণপূর নৃসিংহকাঃ ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ গোকুলৌ ॥
কবিবাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্তাণ্যে মহীতলে ।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান বিচক্ষণাঃ ॥

চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ ।
 কুম্ভদানন্দ সংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
 শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 চক্ৰবৰ্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ ॥
 শ্রীরূপষট্‌কশ্যাপি সৰ্ববিখ্যাত এব চ ।
 শ্রীমৎ ঠাকুরদাসাখ্যো ঠাকুরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
 মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীর সিংহকঃ ।
 মল্লভূপ কুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ স্থপতাপবান্ ॥
 এবমণ্টো কবিন্‌পা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ ।
 মল্লাবনিপতিস্বেচ্ছকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ ॥

[প্রেমাবিলাসে ১৮]

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-বিষয়ক-শ্লোকাঃ

১। শ্রীমন্নরোত্তম-ঠাকুর কৃতঃ (নরোত্তমবিলাসে ৩৩-তম পৃষ্ঠে) :—

শ্রীরূপ প্রমুখৈকশক্তিভক্তমেদ্যাবিকরোতি প্রভু-
 গ্রন্থোহয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া ।
 দেব শক্তি প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষোণীতলে যেন সঃ
 শ্রীচৈতন্যদয়ানির্ধিগম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি ॥

২। শ্রীমদগোবিন্দগতি ঠাকুরকৃতঃ (কর্ণানন্দে ৮ম-পৃষ্ঠে) :—

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপো গোপালভট্ট প্রভুঃ
 শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুদলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহবরঃ ।
 আচার্য্যপ্রভু সংজ্ঞকোহখিলজনেঃ সৰ্বেষু নীবৎসু যঃ
 খ্যাতস্তৎপদপংকজাপ্রমহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ ॥

৩। আদেশামৃত-স্তোত্রম্ *

শৃঙ্গাং সাত্ততত্ত্বমগ্ন ভগবান্ শ্রীভাব্য শঙ্ক্যকরা
 শ্রীপার্শ্বাভয়া প্রকাশয়িতুমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যানায়া ।
 শ্রীমদ্বিপ্রকুলেহধুনা প্রকটয়ন্ শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
 নীলাসম্বরণং স্বয়ং বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ ॥ ১
 গন্তুং শ্রীপদ্রুবোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু-
 চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধেজ্জনম্বুখাচ্ছ্রীতিরোধানতাম্ ।
 দ্বুঃখোষৈঃ স মদ্বুঃখমুচ্ছ্রীভগবান্ দ্বুঃখাহং ভক্তব্যথা-
 মাস্যাস্যাতিশয়ং দয়ামতিরম্বুঃ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥ ২
 ত্বংতাৎজনিতো মমৈব নিজয়া শঙ্ক্যতি ত্বং রজ
 শ্রীবৃন্দাবনমগ্ন সন্তি কৃতিনঃ শ্রীপদ্রুবজীবাদয়ঃ ।
 আদিষ্টাঃ পদ্রুতত্ত্বমী ত্বয়ি ময়া তদ্ব্যখ্যায়ার্শ্যগে
 নিঃসন্দেহভয়া গৃহাণ তদম্বুঃ গোড়ে জনান্ শিক্ষয় ॥ ৩
 ইত্যাদেশমবাপ্য তদভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পদ্রুঃ
 শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জপদ্রু-স্বমাগ্নাং দ্রষ্টুং মনঃ সন্দেহে ।
 শ্রুত্বাথাপ্রকটত্ত্বমগ্নভবতাং গোপবাসিনাং শোকতো
 হা হেতাকুলচিত্তবৃন্তিরপতঙ্গার্গন্তরে মদ্বুঃখিতঃ ॥ ৪
 স্বপ্নে শ্রীলসনাতনোহপি সহ তৈঃ শ্রীপদ্রুপনামাদিভিঃ
 প্রাদিশ্রবণং হি তে বিবাদ-সময়ো গোপাল-ভট্টোহস্তি যৎ ।
 তস্মান্মনঃপ্রবণং গৃহাণ সকলান্ প্ৰহাংস্তথাশ্রয়কৃতান্
 গত্বা গোড়মগ্নং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবাক্ষিক্ষয় ॥ ৫

* ভ্রান্তি-বিজ্ঞানিত-প্রাচীনলেখতঃ সমুদ্বৃত্তম্

১। কুলেহমলে, ২। স্বয়ং স, ৩। মদ্বুঃখমোহ, ৪। রদঃ, ৫। স্ববদাদৃষ্টো,

৬। শ্রীলসনাতনেন সহ তে শ্রীপদ্রুপনামাদয়ঃ প্রোচুস্তং ন।

ইত্যাদেশ-রসামৃতান্দুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
 ভক্ত্যাদায় সমন্ততত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ ।
 ভদ্রগ্রন্থোষ-বিচার-চারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
 তেন প্রেমভরেণ গোড়গমনে তং প্রত্যাচোৎসুকঃ ॥ ৬
 রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দযুগল-প্রাপ্তিঃ প্রসাদেন তে
 মৎসম্বন্ধ-ভূতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ঃ প্রয়াস্যাম্যহম্ ।
 নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া-
 ত্তে গোপস্বামিবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দ-সান্নিধ্যাকম্ ॥ ৭
 শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-যুগলধ্যানৈকতানাস্থানা-
 মাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসপ্রয়াগ ।
 এতদ্দেশতয়া ময়াগবনীমাসাদিতঃ সাম্প্রতং
 তস্মাদুগৌড়ময়ং প্রযাতু ভবতাং কিং চিন্তয়াস্তানয়া ॥ ৮
 শ্রীগোবিন্দ-মুখেন্দু-নির্গতিমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
 তং গোপস্বামিগণং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ ।
 ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গোড়ান্নিতৌ
 কারুণ্যৈকনিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৯
 ইত্যাদেশমৃতস্তোত্রং বঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ ।
 ভবেতস্য পদুরে বাসঃ শ্রীনিবাস-গুণোদয়েঃ ॥ ১০
 ইতি শ্রীশ্রীকলানিধি-চট্টরাজ-ঠাকুর-গোপস্বামি-বিরচিতম্
 আদেশাঘৃতস্তোত্রমাবির্ভাবরূপরসতত্ত্বনিরূপণং

সমাপ্তম্ *

৪। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবাপ্তকম্ *

কষিত-কনকগাগ্রঃ সার্বিকৈঃ শোভমানঃ

জিতসিতকরবস্ত্রঃ পদ্মনেত্রোরুবক্ষাঃ ।

সুভগতিলকমালৈর্ভাল-কণ্ঠোল্লসন্ যঃ

স্ফূরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ১

ক্ষীণিতল-সুরশাখী রামচন্দ্রাদিশাখঃ

কবিচয়-বলরামাদ্যোপশাখাশ্চ যস্য ।

করুণকুসুমধারী চোজ্জ্বলং সৎফলং যৎ

স্ফূরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাস প্রভুর্নঃ ॥ ২

বিদিতভজন-ভক্তো ভক্তসেবী জিতেন্দ্রো

মধুর-মধুর-রাধাকৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতি ।

কচিদিপি হরিলীলাগাননৃত্যাদি কুবন্

স্ফূরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৩

জগতি বিবিধভক্তি-গ্রন্থাবিস্তারহেতো-

রগতি-পতিতবন্দ্যোগেইরকৃষ্ণস্য শক্ত্যা ।

সকল-গুণনিধানঃ ১ প্রেমরূপাবতীর্ণঃ

স্ফূরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৪

ব্রজভূবিগতগ্রন্থং গোড়মানীয় যত্নে

প্রচরতি জনমাত্রং শূদ্ধসিদ্ধান্তসারম্ ।

সদয়হৃদয়ভাষো জীবদঃখেন দঃখী

স্ফূরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুর্নঃ ॥ ৫

* প্রাচীনলেখকঃ সমুদ্রতম্ ১। 'বিধান-প্রেম' ইত্যাদশ' পুস্তকে ।

অতুল-যুগল-রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমসেবাং
 নিখিল-নিগম-গদ্যং ব্রহ্মব্রহ্মদাদ্যগম্যাম্ ।
 সতত-নিজগণৈর্ষঃ স্বাদয়ংচ্চাতনোতি
 ক্ষুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুনঃ ॥ ৬
 নিবিড়-করুণপান্নো গৌরকৃষ্ণপ্রিয়াণাং
 স্বস্ব-বিষ-বিরাগী জ্ঞানকর্মাদিরিক্তঃ ।
 সমবিবর্তিতমানো লোকগানপ্রদো যঃ
 ক্ষুরতু স হৃদয়ে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুনঃ ॥ ৭
 নিধুবন যমুনে হে শ্রীলগোবিন্দনাথে
 ব্রজপতিসখ-পুত্রীকুণ্ড হে শ্যামকুণ্ড !
 কমল-নয়ন রাধাকৃষ্ণ রামোতি গায়ন্
 ক্ষুরতু স হৃদয়ি শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুনঃ ॥ ৮
 য ইহ বিমলবুদ্ধিঃ প্রেমভক্তিঃ ক্ষুরেত্তৎ
 পঠতি স্তভগবদুচ্চৈরষ্টকং কৃষ্ণচেতাঃ ।
 কলয়তি খলু বৃন্দারণ্যমাশ্রিত্য নিত্যং
 স সপরিজন-রাধাপ্রাণনাথার্ঘ্যদ্রপম্মম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোঃ স্তবোষ্টকম্

—*—

৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকম্

নির্মল-কাণ্ডনবর-গৌরদেহং
 আলম্বিতে-ভাণ্ড-ভূজসম্ গেহম্ ।
 সুকুণ্ডিত-কোমল-কুন্তল-পাশং
 তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ১

ডগমগ-লোচন-খজন-সুগং

ঢলঢল প্রেম অবধি-অনুগম্ ।

নাসা-শিখরোজিত-তিলকুসুমং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ২

করিরাজ জিনি অতি মধ্যশোভিতং

প্ৰীতি অবতংসে চম্পক ভূষিতম্ ।

করতল অরুণ কিরণোজিতং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৩

কম্বুকণ্ঠে হেমহার স্তল্লিতং

কনকলতা সম ভূজ শোভিতম্ ।

লোমলতাবলীযুত-নাভিদেশং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৪

গজবর জিনি সুন্দর চলনং

চঞ্চল চারু চরণাতিরুচিরম্ ।

দামিনী চমকিত মৃদু মৃদু হাসং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৫

আজানুলম্বিত ভূজ সুন্দর দেহং

বিলসিত মধুর ভাব বিদেহম্ ।

অলকা বিমণ্ডিত গণ্ডমুদারং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৬

জগদুদ্বারণ ভূকতি বিহারং

গোরা চাঁদ হেন গুণাতিসুধীরম্ ।

ব্রজবল্লবীকান্তসহ বিলাসং

তং প্রণমামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥ ৭

নিরবধি কীর্ত্যং রাধাকৃষ্ণপ্রকাশং

সঙ্গে সহচর বৃন্দাবন-বাসম্ ।

জীবে দয়াময় করুণাবগাহং

তং প্রণম্যামি চ শ্রীশ্রীনিবাসম্ ॥৮

ইতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভোরষ্টকং সম্পূর্ণম্ *

—*—

৬। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপাদানাং গুণলেশ-সূচকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

আবিভূর্য় কুলে শ্বিজেন্দ্র ভবনে রাঢ়ীয়-ঘণ্টেশ্বরৌ

নানাশাস্ত্র-স্ববিজ্ঞ-নির্মলবিয়া বাল্যে বিজেতা দিশম্ ।

নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুত-পদং শ্রুত্বা ত্যজন্ সর্বকং

সোহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১

গচ্ছন শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্রুতনা-সঙ্গোপনং (?)

মুছীভূয় কচান্ ধুনন্ শ্বশিরসো ঘাতং দদদধিককৃতম্ ।

তৎপদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্ নীলাচলং যঃ শ্বয়ং

সোহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২

তদ্রস্বং জরতং গদাধরযুতং শ্রীপিণ্ডতং দৃষ্টবান্

তচ্চক্ষুঃ পিহিতং তদম্বু পিহিতাং বৈয়াসকীং সংহিতাম্ ।

দৃষ্টবা চাধ্যায়নায় রোচিতমতো সন্নিধবান্ যঃ শ্বয়ং

সোহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩

* গোড়-দেবভাষাভ্যাং লিখিতমেতৎ ।

(ক) বরাহ-নগর শ্রীগৌরঙ্গশ্রমনিদ্রতঃ প্রাপ্তা করলিপিঃ জীর্ণা
দ্রুটিতা ভ্রান্তি-বজ্জীভিতা চ । (খ) শ্রীবৃন্দাবনতঃ শ্রীমন্নন্দকিশোর-গোপামিনা
প্রেরিতা চ ।

১। 'লুনন্' ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসোদ্ধৃতঃ পাঠঃ ।

তৎপাদেহকথয়ৎ স্বকনকভিষ্মতং শ্রুত্বাবদৎ সোহচিরাৎ
 'মে সর্বং ভবত স্বচারু-মতিনা দৃষ্টং শ্রুতগোপনম্' ।
 তস্মাদ্গচ্ছ গদাধরং প্রিয়তনং চৈতন্যচন্দ্রস্য বৈ'
 সোহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪
 তৎপাদমভিবন্দ্য সস্তর-মতিনীত্বা তদীয়াং লিপিং
 নীলাদ্রেপি নারকস্য চরণং দৃষ্ট্বা তথা প্রার্থয়ন্ ।
 প্রাপ্তৌ শ্রীচরণৌ গদাধর প্রভোদজ্জ্বা লিপিগানমং
 সোহয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫
 সর্বং যশ্মনসা কৃতং তদবদৎ শ্রীপাদপদ্মে প্রভো-
 রুজ্জ্বলং স স্মৃতিহীন দুর্বলমতিদুঃখেন দন্দহাতে ।
 তস্মাদগচ্ছ রজং সনাতন যুতং রূপং প্রপন্নো ভবেঃ
 সোহয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬
 তস্যাজ্ঞা বিনয়েন মস্তক ধৃতা পাদৌ কৃতৌ মস্তকে
 কৃষ্টা চৈব প্রদক্ষিণীং ধৃতপদৌ যস্য প্রভুঃ প্রীতিমান ।
 সন্তুষ্টিঃ শিরসি প্রদায় স্বকরণং দদ্যাক্তথা চার্শ্বযং
 সোহয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭
 রাধায়াং নিহিতং স্বয়ং প্রিয়তন্য প্রেমং স্বভাবং স্বথং
 মস্তা যো বিবিধাক্তিসাগরজলস্যোন্মো সদা ভ্রাম্যতি ।
 কৃষ্ণঃ সোহয়ং হৃদি সংগতঃ স্ফূর্তু তে চৈতন্যচন্দ্রঃ স্বয়ং
 সোহয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮
 নত্বা তচরণং পুনঃপুনরয়ং কয়েন বাচা হ্রদা
 ভূমৌ সংপতিতস্তদীয় চরণোপান্তেহসিচ্চোশ্রুণা ।
 উথায় প্রতি গোকুলং হৃদি গতং বাক্যং মনো যো দধৎ
 সোহয়ং মে করুণা নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৯

গচ্ছন্ বঃ পৃথি খণ্ড-সংস্কৃত-নগরে চৈতন্যচন্দ্র-প্রসং

নত্বা শ্রীসরকারঠকুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা ।

তৎপশ্চাদ্ভদ্রানন্দনস্য চরণং নত্বা গতো বঃ স্মরন্ ১

সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১০

প্রীত্যা যো মনসঃ প্রয়াণ-সময়ে শ্রীবীরলোকেহগমৎ

তত্র শ্রীঅভিরাম ঠকুরবরং প্রেম্ণা ববন্দে স্বয়ম্ ।

সর্বং তচ্চরণে নিবেদ্য চ বসন্ হ্বারে বহিঃসংস্কৃতকৈ

সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১১

সংবেশায় ত্বং দশার্ধ-বটকং যস্যান্নিসিধ্যৈ তথা

রক্তায়াঃ শতখণ্ডসংযুতদলং বৈরাগ্য-নির্ণয়িতয়ে ।

এতেনৈব সমুদ্বিজ্জ্বলিতং ধিয়া যষ্টৈম্ হাহং দাপয়েৎ

সোহয়ং মে করুণা নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১২

তল্লবধা মনসঃ স্নুতেন পয়সা সংসিচ্য তৎ পত্রকং

সংজীকৃত্য বটেন লব্ধলবণো যন্তুগুলানহরং ।

তুর্বেণাপি বটস্য তম্বিগমনে বৃন্তং তু বহ্মাহিকীং

সোহয়ং মে করুণা নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৩

তৎ শ্রুত্বা মনুজাদয়ং সমুচ্চিতং পাত্রং মদুরারঃ পুনঃ

স ভক্তভূমিৎ বিলোক্য কৃপয়া দাস্যে বরং বাঞ্ছিতম্ ।

ইত্যুক্ত্বা নিজপাদসন্নিধিভুবং নীত্বাবদৎ বং মৃদা

সোহয়ং মে করুণা-বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৪

জালে স্বঃ বৃগুশ্বে কুবের-সদৃশীর্ম্মিধংকমন্যং বরং

গানং বা জনমোহনং কিমথবা রূপং জগন্মোহনম্ ।

নাট্যং বাপ্-সরসং ভুবো নৃপতিতামেতন্মৃদা বং বদন্

সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৫

প্রুত্বৈতচ্চট্টাভিম্নোগত-বরং তৎপাদমূলে বদন-
 শূন্য শ্রীমধুসূদনস্য প্রিয়য়া রাগানুগাখ্যা তু যা ।
 তাং ভক্তিং ময়ি দেহি চাত্মকুপয়া হৈত্যাদিকং যো বদন-
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৬
 শ্মিত্বা বাকথয়শ্শূদা হি ভবতা ভ্রান্তং ন তাবং প্রিয়া
 ইতুক্ত্বা জয়মঙ্গলাং করুণয়া চানীয় স্বীয়্যাং কথাম্ ।
 স্পৃষ্ট্বা তত্বেপদ্যি প্রহর্ষ-বদনো যস্মৈ জিতং চাবদং
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৭
 এতশ্চিন্ সগয়ে গ্রহর্ষ-বদনো নত্বাহবদন্যে প্রভো !
 বাজ্ঞা বা হ্রদি সঙ্গতা তদধুনা সিদ্ধিং গতা নিশ্চয়ম্ ।
 আজ্ঞাং দেহি ময়ি ব্রজায় গমনে চোক্ত্বা প্রণম্যাব্রজৎ
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৮
 কৃত্বা যো হ্রদি পাদপদ্মযুগোলং শ্রীরূপ-গোপ্বামিনঃ
 স্তম্ভ্যেষ্ঠস্য সনাতনস্য চ শূদা গচ্ছন্ ব্রজং সত্বরম্ ।
 শব্দতা শ্রীমথুরাদ-বান্ধিন নগরে তদুগোপনং যোহপতং
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
 হা হা রূপঃ কুতো গতঃ ক্ গতবান্ হা হা তদীয়াগ্রজো
 ধিগুমে জীবিতমেতরোরপি বিনা শ্রীপাদপদ্মেক্ষণম্ ।
 ধাতস্তবাং কৃণ-ঘাতিনং ধিগীত যশ্চাশব্দা (?) ভুবং সিঞ্চয়ন্
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২০
 ভুরো ভূয় ইতি ব্রুবন্ পদনরয়মুখায় শীঘ্রং পতন্
 কিং মে কারয়িতা বৃথা তনুভূতো বৃন্দাবনস্যেক্ষণম্ ১ ।
 তস্মান্নো গমনং ব্রজায় মনসা নিশ্চীয় বৈমুখাকৃৎ
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২১

বৃন্দাখ্যে বিপিনে সনাতন-প্রভুঃ শ্রীরূপ-সংজ্ঞ-প্রভু-
 নীত্বা তু স্বরয়া শিশুং কৃতমীতং শ্রীজীবগোম্বামিনম্ ।
 কালিন্দ্যাঃ সলিলে তদীয়ক-তনুং শব্দমাং গুদাশ্চাপয়ন্ ১
 শক্তিং তদ্বদ্রে স্বকীয়-কৃপয়া সগরায়িত্ববদৎ ॥ ২২
 'বৎস ! স্বং শব্দমবচো ব্রজভূবি হি স্থাপিতো হেতুনা
 চানেনাপি কুরূব বাল-সরলাং টীকাং মদীয়স্য চ ।
 গ্রন্থস্যাপি তথা মুরারি-পদয়োঃ সম্ভক্তিকাং স্থাপয়ন্
 পাষণ্ডস্য নিবারণং কুরূ তথা গোবিন্দ-সং-সবনম্' ॥ ২৩
 শব্দম্বৈতং প্রভু-পাদপদ্ম-যুগলে সংশ্রাসিতশ্চাবদৎ
 শ্রীজবোহপি 'শিশুশুদ্ধহং পুনরয়ং জীবন্তথাৎপা মীতিঃ ।
 কা শক্তির্মগ্ন নাথ ! কামসু তথা চৈতেষু সঙ্গী ক বা
 আশ্রয়াঃ প্রতীপালনে বিমলধীঃ সঙ্গী ত্বয়া দীয়তাম্' ॥ ২৪
 শব্দত্বা তবচয়ং বিভাবা মনসা শ্রীরূপসংজ্ঞঃ প্রভু-
 রষ্টম্ চাকথয়ং 'শব্দং ভবতঃ সঙ্গী ময়া দীয়তে ।
 গোড়াং কোহপি 'স্বজাত্মজঃ কুশতনুর্বৈশাখ্যাসংশকে
 বিশেদ' (?) ২ ভাবিনি মাথুরেহপি চ তথা গতা স তে সঙ্গিকঃ' ॥ ২৫
 এতদ্বৎ কথিতং পুরা ব্রজভূবি শ্রীরূপগোম্বামিনা
 কৃত্বা তন্মনসি-প্রতীক্ষা গমনং কুঞ্জ চ বৃন্দাবনে ।
 শ্রীজীবন তথা স্থিতেন প্রহিতৈর্দুর্ভৈতু বোহদৃশ্যত
 সোহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৬
 সর্বং তৎ কথিতং জনৈঃ পথি শ্রুতং গোম্বামি-বাক্যাতু যৎ
 শ্রব্ধা লব্ধমতিব্রজায় গমনে শীঘ্রং মনঃ সন্দধে ।
 শব্দং স্তম্ভজমণ্ডলে প্রকটিনং শ্রীভট্টগোম্বামিনং
 সেহয়ং মে করুণা-নিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

তৈর্গন্ধা পদ্বলিনং কলিন্দ-দহিতুঃ স্নাত্বা ব্রজে স স্বর-
 ম্ভটাজ-প্রণিপাত-সঙ্গমকরোদ্ভক্ত্যা প্রপশ্যন্ দিশম্ ১।
 সিংগ্নেন্নজলৈঃ শ্বকীর-বপুষং নীপ-প্রমূলে বসন্
 সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৮
 ক (?) বৃক্ষে শিখিনং ক চ ক চ শব্দকং কস্মিন্থথা শারিকং
 ক (?) বৃক্ষে চ কপোতকং ক চ অলিং কুগ্রাপি সংকোদিলম্ ।
 দাতুহং ক চ চাতকং ক চ তথা পশ্যাৎকোরং মৃদা
 সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২৯
 ক (?) পদ্মং বিবিধং ক কপতরুদং বেদীং ক রত্নান্বিতাং
 কুঞ্জং কাপি মনোহরং ক পদ্বলিনং কুগ্রাপি দিব্যং সরঃ ।
 পদ্মং কুগ্র ক চোৎপলং ক চ তথা পশ্যাৎচ কহ্নারকং
 সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩০
 ছায়াং কুগ্র দিব্যান্বিতাং ক চ পদ্মং শ্রীকৃষ্ণতন্বা যদ্যং
 ক (?) বাসং ব্রজবাসিনাং ক চ তথা গোপবাসিবর্গালয়ম্ ।
 কুগ্রান্তি মনিকুটুমং বিমলকং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টমুখঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩১
 কোপীনং দধতং বহির্বসনকং মালাং তুলস্যা মৃদা
 রাধাকুণ্ড-ভূবাৎ বিধায় তিলকং গাগ্রৈবদ্য নামাক্ষরম্ ।
 গ্রন্থে নৈবগং মনশ্চ ভুজয়োঃ সল্লেক্ষনীপত্রকং
 চান্দন সদোর্ণকাসনবরে বিষ্টং তদা বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৩২
 গোবিন্দেন পুরা পুরায় গমনারম্ভে তু যো যো যথা
 দৃষ্টোহদ্যাপি তথৈব গোকুলপুরে লোকা বসন্তাত্ত তে ১।
 কিস্তপ্তঃ কিল নীপডিভ্যন্ত-বদলঃ ফুল্লঃ প্রবৃদ্ধঃ কথং
 নো জ্ঞানে কথয়ন্তু বৈষ্ণব-গণাশ্চেতীতাহো বাদিনম্ ॥ ৩৩

১। পশ্যন্ দিশং বৈদিশং (খ), ২। প্রমূলেঃ সমং (খ);

৩। মৃদা রাধাকুণ্ডমৃদা (খ)। ৪। লোকান্দ্ভবাত্ত্যাতাঃ (ক, খ),

কালেহ্মিনিকটে মূদা পরিগতঃ শ্রীজীবগোপ্বামিনং
দৃষ্ট্বা তস্মদ্ব্যতীতং বচঃ প্রতি গতিং শ্রুত্বা বভাষে তু যঃ ।
‘গোপ্বামিন ! শৃণু মম্বচস্তব বচঃ’১ সিংধান্তরুপাশ্রিতদং’
সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৪
‘গোবিন্দস্য মনোগতং ব্রজগতং ন হাসবৃন্দক্ষমং
নেতুং কালমমুত্র কারণবরং গোবিন্দবাঞ্ছানসম্ ।
কিন্তু মং প্রিয়নীপকং প্রতি মনঃ ফুল্লোতি ? তং যোহবদৎ
সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫
তং শ্রুত্বা বচনং হিতায় কথিতং সন্দেহ-ভেতোত্তম-২
কেনেদাশ্রিত্যিত সস্মদ্ব্যতীতং স্থিতিকৃতং দৃষ্টেদ্ব্যতীতং প্রভুঃ ।
দৃষ্টেত্ত্বং কথিতং ত্বয়ং স চ বয়মানেতুমে নং গতঃ
সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
উথায় ত্বয়া সসম্ভ্রম-ধিরা চালিজ্যা গাঢ়ং মূদা
প্রেম-গানায়ী তথা স্বকাসনবরে ৩ বংভটি বৃত্তান্তকম্ ।
শ্রীরূপেণ পুরা যথা হ্যভিহিতং তত্তত্ত্ব যস্মৈ স্বয়ং
সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭
আচার্য্যত্বমপি ত্বয়া করুণয়া সন্দেহভেদঃ কৃতঃ ৪
তস্মাচ্চেত উক্তা মূদা শৃণু বচো হ্যাচার্য্যানাং ভবান্ ।
ইখং প্রাহঃ পুনঃ পুনঃ প্রতিজনান্ সসম্বন্ধবান্ বৎকৃতে
সোহয়ং মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৮

১। মম্বচঃ সূবিহিতং (ক) ; ২। সন্দেহ-ছেদনুত্তমে (ক, খ) ;
৩। স্বকীয়াসনবরে (ক, খ) ; ৪। ত্বং মে হ্যাচার্য্য-কার্য্যং
পরমকরুণয়া সন্দেহছেদঃ (ক, খ) ; ৫। তেন (ক, খ) ।

এতৎবাদিন্ সাদরং প্রতি জনান্ শ্রীজীবগোপ্যামিন
 স্তুত্বা তং চট্টাভিষ্করান্বিতমনাঃ প্রতাহ এতৎবচঃ ।
 'গোপ্যামিন্ ! কিল দশ্য'তাম্ভিতজবং শ্রীভট্টপাদস্তু যঃ'
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
 শ্রুত্বৈতৎ খলু জীব-ঐক্যবরো নীত্বা চ তং বৈ স্বরন্থ
 যচ্চাদশ'মদাসনে বিজয়িনং গোপালভট্টং প্রভুং ।
 গোঁরাঙ্গং কমলাননং সুনয়নং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ ভুঃ ॥ ৪০
 অভ্যাগে' ব্রজবাসি-বৈষ্ণবগণানখ্যাপয়ন্তং মূদা
 নানাশাস্ত্র-পয়োধি-মস্থান-ভবং সম্ভক্তিগ্ৰস্তাগতম্ ।
 উৎসৰ্গারম্ভো নিপত্য চরণে প্রীত্যা ননাগেতি যঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪১
 বাহবা গম্ভকমু'ধরমু'পবদমু'তিষ্ঠ বৎসেতি তং
 'ত্বং মে বাম্ভব জন্মজন্মনি মূদে ধাতাদা দত্তঃ পু'নঃ ।'
 ইতু্যুক্ত্বা নয়নাশ্ভসা অতিমূদা যং সিঞ্চয়ন' বিহবলঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪২
 অতু্যংকো' যমু'নাতটীং ব্রজগতৈঃ সনৈষ্কবৈ'বা গতো
 রাধাকৃষ্ণ-বচো গিরা মধুরয়া সন্নীলমানে ক্ষণে ২ ।
 প্রীত্যা বৈ স্নপয়ন' মূদা পরয়া যস্মৈ কৃপাশোকরোং
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
 তৎপশ্চাদ্ ব্রজবাসিভিঃ প্রতিগতো যো বৈষ্ণবৈশ্চন চ
 গোবিন্দস্য পু'রং তদীয়ক-মু'খং পশ্যান' সুধাবধী বিশন' ।
 পশ্চাৎকৈঃ স্মর-মোহনালয়-বরং গম্বা মু'খং দৃষ্টবান্
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৪

নাথাদেব'পদ্যাং বিভক্তি-কলনাদশ্রাবসিদ্ধাস্তক-১
 স্তৎকৃত্বা ব্রজবাসিনাং প্রতিগৃহং গোম্বামীন্যং দর্শনম্ ।
 প্রেম্ণা তৈঃ পরিপূরিতঃ প্রতিগতঃ শ্রীলোকনাথালয়ং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫
 ভক্ত্যা তচ্চরণং ববল্ (?) কৃপয়া চালিঙ্গিতস্তেন বৈ
 তগ্নস্তেন নরোত্তমেন প্রভুণা তৎপাদপদাং শ্রিতম্ ।
 তণ্ডালিক্য মৃদাতিগাঢ়মবল্লম্বাধুঃস্বদুঃখং বচঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৬
 খাতা কিং নয়নং কিম্ অচকরং সৎপক্ষ্য কিং মে মনঃ?
 কিং রত্নং বহুদ্রুমল্যকং কিমথবা প্রাণশ্চ মে দস্তবান্ ?
 কিণ্বাহো সদয়ো ভবান্দিতীয়কং দাতা মৃদা যোহবদৎ
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৭
 গোবিন্দস্য মুখেক্ষণং হ্যপি তথা শ্রীভট্টগোম্বামিনঃ
 সেবাণ্ড ব্রজবাসিনাং প্রতিদিনং গোম্বামিনামাক্ষণম্ ।
 গ্রন্থস্যাভাসনং তথাপি কৃতবান্ শ্রীজীবগোম্বামিনাং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৮
 এবং যো বহুকালমাত্মনয়ং কুবন্ রজে প্রতাহং
 শ্রীজীবোহপি যমাবদং—'শৃণু দয়াধীনো মদীয়ং বচঃ ।
 ভো আচার্য্যমহাশয় প্রতিদিনং অং মে সহায়ো মহান'
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৪৯

- ১। এবং নাথাদি মূর্ত্তৈর্মধুরিমকলাসারসিদ্ধাস্তহৃদ (ক, খ) ; ২। কিম্ভূত-
 করং (খ) ; ৩। কিং পক্ষ্মমেকং মণিং (খ) ; ৪। হৃদিতীয়কমিতো (ক) ;
 ৫। তথৈব হ্যকরোং (ক) ; ৬। প্রীত্যা (খ) ; ৭। দয়াং কৃত্বা (খ) ।

'আজ্ঞা যা চ কৃত৷ মদীয়-প্রভুণা সা হি স্বয়া পাল্যতাং
 সদ্ভক্ত্যশ্চ তথা মদুকুন্দ-বিষয়প্রেমংগঃ প্রদানঃ কুরু ।
 তদ্গ্রন্থস্য প্রচারণং কলি-নরে কুর্বা দয়াং' যং বদন্
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫০
 'নীত্বা তদ্গ্রন্থরাশিং প্রবিহিত-জবো গোড়দেশং রজ্জ্ব
 চৈতন্যস্য পদাঙ্কতং ন চ যথা পাষণ্ডবর্গাকুলম্ ।
 এতৎগোষামি-বাক্যাদিবিহিতমতিভট্টপাদং গতৌ যঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫১
 সর্বং তং কথিতং প্রভোঃ পদযুগে যজ্জীব-কুঞ্জে শ্রুতং
 শ্রুত্বা সোহ্যাবদং—'শৃণুস্ব তনয় ! শ্রীরূপকাজ্ঞাং কুরু ।
 গোড়ং গচ্ছ মমাজ্ঞাপ্যাজিৎবং তত্ত্বং কুরুবেতি' যং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫২
 নীত্বাজ্ঞাং শ্বগুরোরতঃ পরমিতৌ গোবিন্দবাটীং মৃদা
 দৃষ্ট্বা তস্য মূখং প্রদাষ-সময়ে সুশুদ্রা চ রাত্রৌ তথা ।
 গোবিন্দন হি সুশুশ্রুতঃ প্রিয়তরো দত্তাশ্চ আজ্ঞাং দধং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৩
 গচ্ছা ঘোহপি পুনঃ প্রফুট হৃদয়ঃ শ্রীজীবকুঞ্জে স্বরন্
 তস্মৈ তচ্চ নিবেদ্য গোড়নগরীং গন্তুং মনঃ সন্দধে ।
 সর্বেষাং রজবাসিনামপি পুননীত্বা চ আজ্ঞাং তু যঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ৫৪
 গ্রন্থং রূপকৃতং সনাতন-কৃতং শ্রীভট্টনাশ্না কৃতং
 যং শ্রীজীবকৃতং কৃতং গুরুণা শ্রীদাসগোষামিনা ।
 যচ্চান্যং কবিরাজজং প্রতি মৃদা গোড়ং রজন্য মোহনরং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৫

গোবিন্দস্য মূখং বিলোক্য স্বগুরোঃ শ্রীপাদপদ্মে নমন্
 নত্বা তান্ ব্রজবাসি-বৈষ্ণবগণান্ বৃন্দাবনগুনমৎ ।
 প্রেম্ণা শ্রীষমূনাং বিলোক্য চ গিরিং গোবৰ্ধনং যো রুদন্
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৬
 শ্রীকুণ্ডে বিলোকে লোচন-জলৈঃ কুবৎসু যঃ কদম্বং
 তদ্রস্বান্ খলু বৈষ্ণবান্ প্রতি নমন্ যো বা রুদম্মুচ্ছিতঃ ।
 তদ্রস্বং কিল লোকনাথ-চরণং নত্বা তদাস্ত্রং নয়ন্
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৭
 ধৃত্বা তস্য করং নরোত্তম-করণানীয়ে সংযোজ্য চ
 কিঞ্চিদ্বাক্যমথাবদং 'শৃণু বিভো আচাৰ্য্য তুভ্যং হাসো ।
 দত্ততাদ্য নরোত্তমস্তব' ইতি শ্রীলোকনাথস্তু যং
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮
 নীত্বা চৈব নরোত্তমং পুনরসৌ শ্রীজীবকুঞ্জং ব্রজন্
 গ্রন্থং ভারচতুষ্টয়ং স্বয়মসৌ নীত্বা ব্রজন্ গোড়কম্ ।
 শ্রীজীবোহপি শতেন বৈষ্ণবজনেঃ ক্রোশন্তু চানুব্রজং
 সোহয়ং মে করুণা-নিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৫৯
 বিচ্ছেদান্নি-নিদম্-মুচ্ছিতনরুনো নামুচ্ছিং পতন্
 হা হা ধাতরতো বিনদয়তনুঃ সংযোজ্য মৈত্র্যং ভবান্ ।
 মৈত্র্যচ্চাপি বিযোজ্য তর্হি ভবতা কিং লপ্সাতে যো বদন্
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬০
 ইতু ভদ্রা নয়নাভস্যা পথি ভুবং সিঞ্চন্তু উখায় চ
 প্রেম্ণা গাঢ়মসৌ পুনঃ পুনরমুং চালিক্য গোস্বামিনম্ ।
 নীত্বা তচ্চরণাশ্রয়ণ-নিচয়ং নত্বা চ যো বৈষ্ণবান্
 সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬১

সোহং কৰুণং নরোত্তম প্রভুৰং বৈ রুদ্ৰিষ্মা মদুহ-
 বর্হভ্যাং চরণৌ বিধৃত্য পতিতো ভূমৌ তথা রোরুদনং ।
 তগোম্বৃত্য নিবস্তিতঃ পুনরিমণালিস্য গাঢ়ং তু যঃ
 সোহং মে কৰুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬২
 তান্ নীত্বা খলু বৈষ্ণবানতিশূচ্যাদৃষ্ট্যাঃ মহত্যা পুরো
 দৃষ্টেনা যং কিল জীবঠক্করবরো বন্দাবনেহসৌ গতঃ ।
 এবশ্চৈব নরোত্তমো হরিরিতি স্মৃত্বা ব্রজং প্রাপ্তবান্
 সোহং মে কৰুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৩
 আচার্যোহপি প্রভুবিধৃত্য চরণং ২ শ্রীজীবগোপ্বামিনাং
 ভূয়োভয় ইতঃ সরসীতজবং পশ্য তাদরং গতঃ ।
 তেবাং বাকাচরণং স্মরনপি গতৌ যৌ গোড়দেশং ত্বর-
 সোহং মে কৰুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪
 আনীয় গ্রন্থমেধ ব্রজগিরি-কুহরাদ্ গোড়কুষ্যাং মদুদা যঃ
 কৃষ্ণপ্রেমাশ্ব-বৃষ্ট্যা কলিরবি-কিরণান্দধজীব-প্রশসাম্ ।
 সিগুন্ কুব্ধং সজীবং পুনরপি কৃতবান্ বাদলং প্রগভঃ
 পশ্যংষ্টেতং প্রহৃষ্টঃ ননু সর্বিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুর্নঃ ॥ ৬৫
 যাজগ্রাম পুরং পবিষ্য বসতিং প্রীত্যা চকার স্বয়ং
 তং দৃষ্টং শতশোহথ বৈষ্ণবগণা গচ্ছন্তি হি প্রতাহম্ ।
 তান্ প্রেমা প্রীতিভাষ্য গ্রন্থনিচরণং যঃ প্রাবয়ন্ যত্নতঃ
 সোহং মে কৰুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৬
 সবেষামপি চোপরোধ-নিচয়ৈঃ কুব্ধং বিবাহং তথা
 সদ্গ্রন্থ-ব্যবসায়-নামগ্রহণৈশ্চৈতন্যচন্দ্রক্ষয়া ।
 রাধে কৃষ্ণ ইতি গুণনং প্রতিদিনং গোবিন্দ-নামানয়ং
 সোহং মে কৰুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৭

একস্মিন্ দিবসে সরোবর-তটে বাট্যাঃ প্রতীচ্যাং বসন্
 কালে চৈব অমৃত্ত গম্গা-সমনেকং পুণ্যংসং পথি ।
 দেলায়াং শ্বপুৰং কৃতোশ্বহনকঃ গচ্ছন্তমীক্ষেত যঃ
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮
 লষ্টনা তং হিঃ স্ববর্ণকেতকরুচং বিজ্ঞানবক্ষঃস্থলং
 সিংহবক্ষ-মহাভুজং শ্রিবলিতং গম্ভীরনাভিস্থতা ।
 লোমশ্রেণিযুতং প্রকীর্ণ-জঠরং পশ্বাহুরঙ্গং তথা
 চন্দ্রাস্যং হৃদতং তথোন্নতনসং বিশ্বাধরাজ্যক্ষণম্ ॥ ৬৯
 কব্ধগ্রীবাভঃ প্রসন্ন-হৃদয়ং রশ্মভারু-সংজানকং
 মূৰ্ধণ্যাপি কুণ্ডলীকুণ্ডিত-কচং সৎপটুবস্ত্রাবৃতম্ ২ ।
 পশ্যান্ বৈ স্মৃদা ও তথা শূন্যত ভো ইখং সন্না যোহয়ং
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭০
 কোহয়ং কিং রতি-নায়কঃ কিমধবা চাম্বী-কুমারো যুবা
 দেবো বা তরুণস্তথা ভবতি বা গম্ভব-পুত্রো হায়ম্ ।
 ইত্যেতৎ কথয়ন্ পদনঃ পদনরসৌ রূপং দৃশ্য যো পিবন্
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১
 ইখং প্রাপ্য তনুং হরেঃ পদযুগং যো বা ভজেৎ সো (?) মহান্
 ইত্যুক্ত্বা পদনরায় তৎসহগতং কুণ্ডাস্য বাসস্তথা ।
 কিংনামেতি মহমুহুঃ প্রতিজনং সংপৃহতি বৈকধান্ ৩
 সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭২
 জ্ঞানপ্রীরামচক্ৰঃ কবিন্ গতিরসৌ শান্দিতো বাহুপতিযঃ
 সন্নিদ্যাদ্যো যশস্বী ভিষজ্জতিবিধো দিগ্ভিজ্ঞেতা সত্তারাম্ ।
 বাটী চাস্য প্রসিদ্ধে সরজনি-নগরে বিশ্ব-বিখ্যাতকীৰ্ত্তেঃ ৪
 শৃংখলৈতৎ প্রহৰ্যঃ পথি অবিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুনঃ ॥ ৭৩

১। স্মৃদাঃ (ক), স্মৃদাঃ (খ) ; ২। বস্ত্রাবৃতম্ (খ) ; ৩। যো হি মূদা (খ) ;
 ৪। যঃ পৃহতিস্ম প্রভুঃ (ক, খ) ; ৫। বাটী চাস্য কুমারপদনরসরে বিশা-
 কীৰ্ত্তিভরং (ক, খ) ।

তমৈষ তচ্চ বচো নিশয়া স্তদৃতা ১ গাঢ়েন কণে'ন চ
 কিঞ্চিন্নো বদতিস্ম ধীরগতিমান্ বাটীং গতৌ ভাবয়ন্ ।
 কচ্ছণ পি দিনং প্রণীয় তু রয়াদ্২ রাতৌ গতৌ মৎপদং
 সৌহৃৎ মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৪
 রাতৌ চাগত্য বাটী-নিকটজন-গৃহে সংবিশম্ভুসীদৎ৩
 চোক্ত্বা চোক্ত্বা পদে যঃ প্রপাতত-ভনুর্কিঞ্চিন্মলে হগ দ্ব্যঃ ।
 ভূয়ো ভায়া রদিভ্য কথয়তি স্কৃতী পাদপদ্মং নু দেহি
 শূন্যন্ চৈতৎ প্রহর্ষঃ খলু স্ববিজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুনঃ ॥ ৭৫
 যস্য তস্য করং স্ববাহু-লতয়া চোখাপ্য গাঢ়ং মৃদা
 চালিঙ্গং৪তথা শিরস্যাথ করং দস্তাবদচ্যশিষম্ ।
 'স্বং মে বাম্ভব জন্মজন্মনি মৃদে ধাতাদ্য দন্তঃ পুনঃ'
 সৌহৃৎ মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৬
 দস্তা শ্রীবৃষভানুজা-গিরিধর-শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ং
 লীল ণ্যপি তথা তয়োচ বিবিধাং তং শ্রাবয়িত্বা পুনঃ ।
 গ্রন্থাণ্যপি প্রপাঠ্য আশিষবচ্৫ 'স্বং মৎস্বরূপো ভবেঃ'
 সৌহৃৎ মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৭
 বৃন্দায়া বিপিনে ভবৎসমদৃশং চৈকং প্রদাতাং বিধি-
 ম'হায়ং চাক্ষি পুরা যতো বহুদিনং চৈকাক্ষবানপাহম্ ।
 ধাত্রা স্ব পুনরদ্য চক্ষুরপারং দন্তস্ত্রিদং যোহবদৎ
 সৌহৃৎ মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৮
 এবন্তং বহু শিক্ষয়ন্ বহুজনং শিষ্যং কৃত্বা তথা
 শ্রীগৌবিন্দং কবীশ্বরং গাণি ধিং দস্তা স্বপাদাশ্রয়ম্ ।
 সাধাকৃষ্ণ-বিহার-গীত করণে আভ্রাণ তমৈষ দদৌ
 সৌহৃৎ মে করুণা-নিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৭৯

১। মৃদিতো (খ) ; ২। স্তূয়া (ক, খ), ৩। সংবিশন প্রত্যুসীদং (ক, খ) ।

৪। আশিষবচ্ছং (ক, খ) ; ৫। প্রদত্তো (ক, খ) ।

শ্রীযুক্তাণ্ড তথেশ্বরীং নিজপদং গোৰিপ্রয়াং প্রেসসীং

শ্রীমশ্বেমলতাং শ্বকীয়তনয়াং কৃষ্ণপ্রাখ্যাস্তথা ।

শ্রীগোবিন্দগং তং শ্বকীয়তনয়াং শ্রীকাণ্ডনাথ্যং তু যঃ

সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮০

শ্রীলাসণ্ড মহাশয়ং করুণয়া শ্রীগোকুলাখ্যং তথা

শ্রীমন্তং নরসিংহকং কবিনৃপং শ্রীদ্রঘং মালতীম্ ।

শ্রীগোপী-জয়রাম-ঠাকুরবরান্ বারায়ণং গোকুলং

সোহয়ং মে করুণা-নিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮১

ব্যাসাচার্য্যং পরমকৃপয়া প্রাপয়ং শ্বং পদাৰজং

গোবিন্দস্য প্রিয়পরিজনং শ্রীলগোবিন্দদাসম্ ।

বিপ্রং বাল্য্যং প্রবল-ভজনাঙ্ক-ভাবকং প্রেমমুত্তিং

দৃষ্ট্বা তং বৈ পরমদয়য়া হ্যাত্মসাৎ কারেণ্ যঃ ॥ ৮২

যোহসৌ শ্রীবনমালিনাম-ভিষজং শ্রীমোহনাখ্যং তথা

প্রেম্ণা যো ঘটকাহর-প্রিয়জনং শ্রীরূপদাসণ্ড বৈ ।

সম্ভ্রীপুত্র-স্বধাকরং বিধিবশাদ্ গোপালবর্গস্তদু যঃ

সোহয়ং মে করুণানিধিৰ্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৩

শ্বপাদমনয়চ্চ চট্টনৃপতিং শ্রীরাগকৃষ্ণাভিধং

চট্টশ্রীকুমুদং তদীয়কন্তুং চৈতন্যদাসং তথা ।

তত্ত্বংশস্য কলানিধিং প্রিয়জনং বৃন্দাবনাখ্যং তু যঃ

সোহয়ং মে করুণানিধি-বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৪

দীনঃ যঃ কর্ণপূরং নিজপদমনয়দ্বং শিগোপাল-সংজ্ঞং

শ্রীরাধাশল্পভং যন্তবনু চ মধুরাদাস-সংজ্ঞং শ্বপাদম্ ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসং তদনু রমণকং রামদাসং নরন্ যঃ

সোহয়ং বৈ চ্যোতকটঃ কিল সৃজয়তে শ্রীনিবাসঃ প্রভুনঃ ॥ ৮৫

১। শ্বপ্রেসসীং প্রাপয়ং (ক) ; ২। আচার্য্যং ব্যাসসংজ্ঞং পরমকরুণয়া প্রাপয়ং শ্বংপদাৰজং (ক) ।

পাশ্চাত্ বঃ কবিবল্লভং তৎনন্দন শ্রীশ্যামভট্টং তথা
 হ্যাত্তারামমতো নয়ন্ নিজপদং শ্রীনাড়িকং যো মদুলা ।
 শ্রীগোপীরঙ্গগাহবরং তদনুজং নৃগাখ্যাদাসং প্রিয়ং
 সোহরং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৬
 গাঙ্কন শ্রীপদুরষোত্তমং বনশখা চৌরেষ্টং পুস্তকং
 তস্মাদ্রাজসভাং গতঃ প্রপঠিতং বিপ্রেন শ্রদ্ধা তু বঃ ।
 শ্রীমদভাগবতীর-ষট্শদগণৈর্গীতং প্রহাস্যং কৃতং
 সোহরং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৭
 রাজা চৈব নিবেদিতঃ স্বয়মসৌ ব্যাখ্যান কন্তুং ততঃ ১
 শ্রীত্যা বঃ কিল তস্য চার্য্যস্মতাং ২ ব্যাখ্যাং ততান প্রিয়াম্ ।
 শ্রুত্বা তচ্চচনঃ প্রণম্য শিরসা কান্ধাপতৎ বৎপদে
 সোহরং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৮
 দৃষ্ট্বা চাপি স মল্লভূপতিবরং শ্রীবীরহান্বীরকং
 দম্বা স্বং চরণাশ্রয়ং হরিপদে ভক্তিং তথা নৈষ্ঠিকীগ্ ।
 কিং বক্তব্যমমুখ্য পাদবৃগলস্যাহো মহত্বং নৃতিঃ
 সোহরং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৮৯
 ভদ্রেশেব কৃপ্যাম্বিতো বহুজনং শিষ্যং মদা কারয়ন্
 দেশে চৈব স্বকীরকে পুনররং কৃষা বহুন্ শিষ্যকান্ ।
 নানা-দেশ-বিদেশকাগত-জনান্ কুবন্ স্বপাদাশ্রয়ং
 সোহরং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৯০
 রাঢ়ং বসং সূর্গোড়ং রজমথ মগধশোৎকলঃ রাজকণ
 পার্বেগজং বরেন্দ্রং গিরিজমপি তথা বৃদ্ধকংকালকণ ।
 গাঙ্গেয়ং মধ্যদেশং কুবনমিদমপি প্রাপ্তং বৎপ্রশিষ্যোঃ
 কঃ শাখাং বক্তৃগীটে কণিবরসদৃশঃ শ্রীনিবান প্রভোক্তু ॥ ৯১

ইতি শ্রীকর্ণপূর-কবিরাজ-কৃতং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গদ্য-লেশ-সুচকং সমাপ্তম্

৭। অনুবাদ

(১) যিনি রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বর-কুলে ব্রাহ্মণবর্ষ্য শ্রীচৈতন্যদাস মহাশয়ের গৃহে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ শাস্ত্র সুবিস্তৃত নিম্নলিখিত বুদ্ধিবলে বাণ্যেও দিব্যজয়ী হইয়াছিলেন—শ্রীশ্রীশচীনন্দন নীলাচলে প্রকট আছেন শূনিয়া সর্ববিধ সুখে তিলাঞ্জলী দিয়াছেন—আমার সেই করুণানিধি ঠাকুর শ্রীশ্রীনবাস প্রভুর জয় হউক, জয় হউক! (২) শ্রীপদ্রুঘোত্তম ক্ষেত্রে ঘাইতে ঘাইতে পথে শ্রীচৈতন্যদেবের সজ্ঞাপনের কথা শূনিয়া যিনি নিজ ভাগ্যকে শত শত ধিকার দিয়া স্বয়ংস্বত্বের কেশ ছিঁড়িয়া করাঘাত করিতে করিতে মর্দিত হইয়াছেন এবং পরে শ্রীচৈতন্যচরণ বুদ্ধে ধরিয়া নীলাচলে গিয়াছেন—(৩) তত্রত্য বৃন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের দর্শন করিয়াছেন—তখন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়াছে এবং অবিরত নয়নধারা-প্রপাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষরবালিও আবৃত হইয়াছে! ব্যাপার দেখিয়া শ্রীগদাধরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি স্বয়ং সন্দিগ্ধ হইলেন। (৪) তখন শ্রীপণ্ডিত গোস্বামির শ্রীচরণে নিজ অভিপ্রেত-বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলে শ্রীপাদ বলিলেন—‘আমার সব বিষয় তুমি ত সুবুদ্ধিবলে দেখিতেছ এবং অন্যান্য বিষয়ও সব শূনিয়াছ। সুতরাং তুমি এক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম শ্রীগদাধরের (দাস গদাধরের) নিকটেই যাও।’ (৫) তখন শ্রীনবাস পণ্ডিত শ্রীগদাধরের পথ লইয়া তাহার চরণ বন্দনা করত শীঘ্র শ্রীনীলাচলক্ষেত্রের চরণে প্রণতি করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন এবং শ্রীদাস গদাধরের শ্রীচরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া পত্রিকা দেখাইলেন। (৬) প্রভু গদাধরের পাদপদ্মে নিজ মনোবাসনার কথা সব বলিলে শ্রীগদাধর বলিলেন—‘শ্রীপণ্ডিত গোস্বামিজী এক্ষণে স্মৃতিহীন ও দুর্বলমতি হইয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিরহে দন্দহ্যমান হইতেছেন;

সদুত্তরাং তুমি এক্ষণে ব্রজে গিয়া শ্রীরূপসনাতনের প্রপন্ন হও।’ (৭) তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রীতিমান প্রভু গদাধরও তখন সম্মুখ হইয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—(৮) ‘শ্রীরাধাতে স্বয়ং নিহিত (স্বভাবতঃ) প্রিয়তার আতিশয্যে যে সর্বোৎকৃষ্টাঙ্গী মাদনাখ্য মহাভাবময় প্রেমাবির্ভাব হয়, সেই প্রেম, তদীয় স্বভাব ও সুখ আশ্বাদন করার অভিলাষে যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল বিবিধ আর্তি-মহাসাগরের তরঙ্গ-মালায় ইতস্ততঃ ঘূর্ণয়মান হইতেছেন—সেই চৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং তোমার হৃদয়ে সংস্থিত হইয়া স্ফূর্তিত হউন !!’ (৯) শ্রীনিবাস তখন ভুল্লেখিত হইয়া কাল্মনোবাকো তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন—নয়নধারায় তাঁহার চরণ পঙ্কালন করিলেন এবং তৎপরে গোকুলে ঘাইবার অভিলাষে মন স্থির করিলেন। (১০) ব্রজগমনের পথে তিনি প্রথমতঃ শ্রীখণ্ডে গিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রিয় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন, পরে শ্রীরঘুনন্দনকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। (১১) অগ্রসর হইতে হইতে আবার প্রীতিভরে খানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়া প্রেমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের চরণ বন্দনা করত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। (১২) শ্রীঅভিরাম তাঁহার বৈরাগ্য-নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে বসিবার জন্য তৃণ, ভোজনের জন্য পাঁচটি বটক (কড়) এবং রম্ভার শর্তাচ্ছন্ন একটি পত্র দিয়া পাঠাইলেন এবং মনে করিলেন যে ইহাতেই শ্রীনিবাসের মনে চাঞ্চল্য ঘটাইয়া দিবে। (১৩) ইনি কিন্তু দ্রব্যাদুলি পাইয়া আনন্দিত মনে সেই পত্রখানিকে জলে ধুইয়া রন্ধনের সজ্জা করিলেন এবং একটি কাড়র লবন ও তাহার এক চতুর্থাংশেই তণ্ডুলের ঘোগার করিলেন, তাহাতেই তিন দিনের জীবিকারও ব্যবস্থা করিলেন।

(১৪) শ্রীঅভিরাম লোকমুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন—শ্রীনিবাস শ্রীহরির ভক্ত ও যোগ্যপাত্রই বটে, তবে তাহাকে একবার দেখিয়া বাঞ্ছিত বর দান করিব।’ তারপরে তাহাকে শ্রীঅভিরাম ডাকাইয়া নিকটে নিয়া আনন্দে বলিলেন—(১৫) ‘আমার বোধ হয় তুমি কুবের-তুল্য সমৃদ্ধি অথবা অন্য কিছু বর প্রার্থনা করিতেছ ; জনমোহন গান অথবা জগন্মোহন রূপই কি তোমার বাঞ্ছিত ? অপ্সরাতুল্য নৃত্যবিদ্যা অথবা পৃথিবীর রাজত্ব তুমি চাহিতেছ কি ?’ (১৬) শ্রীপাদের মুখে আনন্দভরে এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস তখন তাহার চরণে কাতরে নিজাভিপ্রেত বর চাহিলেন—‘হে ঠাকুর ! নিজ কৃপায় আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া বিগ্নাধা রাগানুগা ভক্তিই দান করুন।’ (১৭) তখন শ্রীপাদ আনন্দে হাসিয়া বলিলেন—‘তুমি ত সুখসমৃদ্ধির বরের প্রস্তাবে ভুলিলে না !’ ঠাকুর করুণাভরে জয়মঙ্গল চাবুক আনিয়া শ্রীনিবাসের অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া সুহাসাবদনে বলিলেন—‘তুমিই জয় করিলে হে !’ (১৮) এই সময়ে শ্রীনিবাস আনন্দভরে তাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—‘প্রভো ! হৃদয়ের বাঞ্ছা যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছে ! ব্রজগমনে আদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।’ এই বলিয়া তখন তাহার চরণে প্রণত হইয়া তিনি শ্রীকৃন্দাবনোদ্দেশে চলিলেন। (১৯) শ্রীরূপসনাতনের পাদপদ্মগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি আনন্দে সম্মত ব্রজে প্রবেশ করিলেন, গম্ভীরানগরে তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটোত্তরা শুনিয়া মুগ্ধিত হইয়াছিলেন। (২০) পরে ‘হা হা রূপ ! কোথায় গেলে ? হা সনাতন ? কোথায় রহিলে ? ইহাদিগের পাদপদ্ম দর্শন বিনাও যে এ জীবন রহিয়াছে, ইহাকে শত শত ধিকার !! হে বিধাতা ! তুমি দুর্বল লোককেই হত্যা করিতে জান ! তোমাকেও শত ধিকার।’ এইরূপে রোদন করিতে করিতে তিনি অশ্রুধারায় ধরাতল সিঞ্জন করিলেন ! (২) পুনঃ পুনঃ ধিকার,

বারংবার উত্থান ও পতন ইত্যাদি চলিতে থাকিল! নিশ্চল দেহ ধারণ করিয়া এই দৃঃখী জীবের আর বৃন্দাবন দর্শনের কি ফল? অতএব আর বৃন্দাবনে গিয়া কাজ নাই—মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি রজ-গমনে পরামুখ হইলেন। (২২) এদিকে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সুবৃন্দীশিশু শ্রীজীবগোপ্যামীকে সম্বরণ শ্রীবৃন্দাবনে আকর্ষণ করত আনাইয়া যমুনাজলে স্নান করাইলেন, কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীজীবের হৃদয়ে আনন্দভরে শক্তিসংগারপূর্বক বলিলেন—(২৩) ‘বৎস! আমার কথা শুন। রজে তোমাকে এই একমাত্র কারণেই প্রতিষ্ঠিত করা হইল যে তুমি (শ্রীমদ্ভাগবতাদির) ও মদীয় গ্রন্থাদির বালবোধিনী সৎলাটীকা করিয়া শ্রীহরিতে বিগ্নুখা ভক্তির স্থাপন কর; গোবিন্দসেবা ও পাশ্চন্দ নিবারণ কর।’ (২৪) এই কথা শ্রুতিয়া সংগত চিত্তে শ্রীজীবও শ্রীপ্রভুপদযুগলে নিবেদন করিলেন—‘হে নাথ! আমি যে শিশু, ক্ষুদ্রবৃন্দী জীব, এত বৃহৎ কার্য্য আমার সেই শক্তিই বা কোথায়? সঙ্গীই বা কোথায়? আজ্ঞা যদি পালনই করিতে হয়, তবে শ্রদ্ধামতি সঙ্গী আপনি দিউন।’ (২৫) শ্রীজীবের বাক্যে শ্রীরূপপ্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘শুন! আমিই তোমার সঙ্গী দিতেছি। আগামী বৈশাখ মাসে কৃশতনু এক ব্রাহ্মকুমার রজে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবে।’ (২৬) পূর্বে রজে শ্রীরূপগোপ্যামি-কর্তৃক কথিত এই বাক্য মনে রাখিয়া শ্রীজীব প্রভু তাহার আগমন প্রতীক্ষা করত শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তৎপ্রেরিত দূতগণ ইহাকে ঐ মথুরায় (বিদ্যামঘাটে) দেখিতে পাইলেন। (২৭) শ্রীনিবাস পথের লোকমুখে শ্রীগোপ্যামিবাক্য শ্রবণ করিয়া আবার লক্ষ্যমতি হইয়া শীঘ্র রজগমনে গমন করিলেন এবং তাহাদের মুখে আরো একটি কথা শুনিলেন—যে রজমন্ডল তখনও শ্রীগোপালভট্টগোপ্যামিপাদ প্রকটই আছেন। (২৮) তাহাদের সহিত যমুনা-পুলিনে গিয়া স্নান করত রজে দ্রুতগতিতে

প্রবিশ্ট হইয়া ভক্তিতে সান্দ্রাঙ্গ প্রণাম করিলেন—চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কদম্বমূলে বসিয়া নেত্রজলে নিজ দেহকে স্নান করাইলেন । (২৯) তিনি আনন্দে দেখিতেছেন—কোনও বৃক্ষে গম্বর, কোথাও শৃঙ্গ, কোথাও বা শারিকা, কোনও বৃক্ষে কপোত, কোথাও ভ্রমর, আবার কোথাও বা সুন্দর কোকিল, কোনও বৃক্ষে দাতুহ, কোথাও চাতক, কোথাও বা চকোর রহিয়াছে—(৩০) কোনও স্থলে বিবিধ পুষ্প, কোথাও কম্পতরু, কোথাও রত্নবন্ধা বেদিকা, কোথাও মনোহর কুঞ্জ, আবার কোথাও দিব্য পদ্মিনী ও দিব্য সরোবর রহিয়াছে ! স্থলে স্থলে পদ্ম, উৎপল ও কহলার বিকসিত হইয়া আছে ! (৩১) কোথাও আলোক মিশ্রিত ছায়া, কোথাও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত মন্দির, কোথাও রজবাসীদের গৃহ, আবার কোথাও বা গোম্বামিগণের কুটীর, কোথাও বা বিমল মণিভিত্তি— এই সব দর্শনে শ্রীনিবাস পরম তুষ্ট হইলেন । (৩২) ইনি তখন কোঁপীন, বহির্বাস ও তুলসীমালা ধারণ করিতেন, শ্রীরাধাকুন্ডের রঞ্জে তিলক এবং গাত্রে নামাক্ষর লিখিতেন, নেত্রব্যয় ও মন গ্রন্থে এবং হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পত্র রাখিয়া ইনি আনন্দে বৈষ্ণবগণের সহিত লোমের আসনে বসিয়া কাল কাটাইতেন । (৩৩) শ্রীগোবিন্দের মধুরা গমনকালে গোকুলে লোকগণ যে যে ভাবে অবস্থিত ছিলেন, অদ্যাপিও তাঁহারা সেই সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরোপিত এই কদম্ববৃক্ষের চারাটি কেন অদ্যাপি প্রফুল্ল ও প্রবৃদ্ধ দেখা যাইতেছে, তাহা ত বৃদ্ধিতেছি না ! হে বৈষ্ণবগণ ! আপনারা ইহার কারন নির্দেশ করুন ত ।’ (৩৪) অহো ! শ্রীজীব এই কথা বলিলে তখনই শ্রীনিবাস আনন্দ ভরে বলিলেন—‘হে গোম্বামিপাদ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, ইহাই আপনার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত । (৩৫) শ্রীগোবিন্দের মনের ভাব এই— রজাশ্রিত বস্ত্রনিচয়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারেনা, তাঁহাদের কালক্ষেপের

পক্ষে শ্রীগোবিন্দের বাক্য (শপথ) ও মনোবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু এই কদম্বতরুটি (স্বহস্তে রোপিত বলিয়া) তাঁহার প্রিয়— এইজন্য তিনি মথুরায় থাকিয়াও ইহার কথা স্মরণ করায় ইহার প্রফুল্লতা দেখা যায়' । * (৩৬) শ্রীনিবাসের মুখে শ্রীজীব তাঁহার হিতের জন্য সন্দেহ-নিরসনের এই উত্তম তথ্য জানিয়া সম্মুখেই অবস্থিত শ্রীনিবাসকে দেখিয়া পরম তৃপ্ত হইলেন । দূতগণ তখন বলিলেন— ইনিই সেই শ্রীনিবাস যাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য আমরা গিয়াছিলাম । (৩৭) সমস্মরে সত্ত্বর উঠিয়া শ্রীজীব তখন ইহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করত প্রেমভরে নিজের আসনে আনিলেন এবং শ্রীরূপপ্রভু কর্তৃক পূর্ব-কথিত আমূল সকল বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন । (৩৮) আবার শ্রীজীব বলিলেন—‘তুমি করুণায় আমার আচার্য্যাকার্য্য (সন্দেহচ্ছেদন) করিয়াছ, অতএব আনন্দমনে আমার কথা শুন—অদ্য হইতে তুমি ‘আচার্য্য’ নামেই অভিহিত হইবে ; প্রত্যেক বৈষ্ণবকেও শ্রীজীব এই কথাই বারংবার বলিতে লাগিলেন । (৩৯) শ্রীজীব যখন সাদরে সকলকে এইরূপে বলিতেছিলেন, তখন শ্রীনিবাস সত্ত্বর কাকুভরে নিবেদন করিলেন—‘হে গোস্বামিপাদ ! শ্রীভট্টপাদকে ত একবার অতিসত্ত্বর দেখাইয়া দিন’ । (৪০) শ্রীজীব পাদও তখন সত্ত্বর ইহাকে লইয়া স্থাসনে উপবিষ্ট শ্রীগোপালভট্ট প্রভুকে দেখাইলেন । শ্রীভট্ট গোস্বামী—গৌরবর্ণ, পদ্মবদন, স্ননয়ন, বিম্বীগন্ধকঃ । (৪১) তখন তিনি নিকটে সমাগত বৈষ্ণবগণকে আনন্দে নান্যায়ান্ত-সমুদ্রমুখনে উদ্ভূত বিশুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্ররূপ অমৃত অধ্যাপনাব্যাজে বিতরণ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন । শ্রীনিবাস শ্রীচরণে পূজিত হইলে তিনি প্রীতিভরে ইহাকে উঠাইলেন । (৪২) বাহুবারা মস্তক উঠাইয়া ভট্টপাদ মৃদুকণ্ঠে ‘উঠ হে বৎস’ ইত্যাদি উচ্চারণ

করত বলিলেন—‘হে বাম্ধব ! তুমি আমার জন্মজন্মেই দাস, আমার আনন্দের জন্য অদ্য বিধাতা আবার তোমাকে মিলাইয়া দিলেন !!’ এই বলিয়া আনন্দে নয়নজলধারায় শ্রীনিবাসকে স্নান করাইয়া শ্রীভট্টপাদ বিহ্বল হইলেন। (৪৩) তৎপরে ভট্টপাদ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের সহিত অত্যাৎকণ্ঠায় ষমুদ্রাতটে গেলেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর কথায় ও বিবিধ প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া শ্রীনিবাসকে প্রীতিভরে ষমুদ্রায় স্নান করাইয়া পরমানন্দে কৃপাও (দীক্ষিত) করিলেন। (৪৪) তদন্তরে শ্রীনিবাস ব্রজস্থ বৈষ্ণবগণ ও শ্রীভট্টপাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দমন্দিরে গিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র-দর্শনে স্বধামুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, আবার শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরে গিয়া শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিলেন। (৪৫) এইরূপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহের বিভিজদর্শনে ইনি অগ্রস্নাত হইলেন। তৎপরে ব্রজবাসী ও গোস্বামীগণের প্রতিগৃহ প্রেমভরে দর্শন করত বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের গৃহে নীত হইলেন। (৪৬) ভাষ্করে তাঁহার চরণে প্রণত হইলে শ্রীপাদ তাঁহাকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তদন্তর শ্রীনিরোক্তম প্রভু শ্রীনিবাসের চরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করত মধুর বাক্যে বলিলেন—(৪৭) বিধাতা অদ্য আমাকে কি নয়নই দিলেন, না নেত্রাচ্ছাদক পক্ষাই দিলেন ? অথবা মনই দিলেন না বহুমূল্য রত্নই দিলেন ? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি ? অহো ! তিনি সদয় হইয়া বুঝি আমাকে অম্বিতীয় স্বপ্নই (তোমার সঙ্গী) দিলেন ॥’ (৪৮) এক্ষণে তিনি প্রত্যহ শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীভট্টগোস্বামির মুখারবিন্দদর্শন, ব্রজবাসীগণের সেবা ও গোস্বামিদের দর্শন করিতেন। আবার শ্রীজীব-গোস্বামির সেবা ও গ্রাম্ভাভ্যাস করিতে নিরত হইলেন। (৪৯) এই ভাবে প্রত্যহ সেবা করিতে করিতে তিনি ব্রজে বহুদিন অতিবাহিত

করিলে একদিন শ্রীজীব তাঁহাকে বলিলেন—‘দয়্যাবান্ হইয়া আমার একটি বাক্য শুন, যেহেতু হে আচার্য্য মহাশয় ! তুমিই প্রতিদিনে আমার একমাত্র মহাসহায়— (৫০) মদীয় শ্রীগুরুপাদ আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমিই পালন কর । তুমি বিশুদ্ধা ভক্তি ও মনুকুশল-বিষয়ক প্রেমের প্রদান করিতে থাক । শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের প্রচার প্রসার পুণ্যক কলিহত মানবে দয়া কর । (৫১) সেই গ্রন্থ সমূহ লইয়া তুমি অতি সত্ত্বর গোড়দেশে যাও, শ্রীচৈতন্য-পরাধীনতায় স্থানে ঘাহাতে পাষণ্ডমতের প্রসার না হয়, তাম্বয়ঃ সচেষ্ট হও ।’

শ্রীজীবের এই বাক্যে বৃদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ভট্টপাদের নিকটে গেলেন । (৫২) শ্রীজীব-কুঞ্জে শ্রুত সব বৃত্তান্ত শ্রীভট্টর চরণ-প্রাপ্তে নিবেদন করিলেন । শ্রীভট্টপাদও সব কথা শুনিয়া বলিলেন—‘বৎস ! শুন । শ্রীরূপের আজ্ঞাই পালন কর, আমারও আজ্ঞায় অতি-শীঘ্র গোড়ে যাও এবং তাঁহাদের নির্দেশানুযায়ী সকল কার্য্য করিতে থাক ।’ (৫৩) শ্রীগুরুর আদেশ পাইয়া তিনি তৎপরে আনন্দে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে প্রদোষকালে গিয়া শ্রীমদ্বচস্পদ দর্শন করিলেন, রাগিতে স্বপ্নাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রীতিভরে বলিলেন—‘ঐ আজ্ঞাই প্রতিপালন কর ।’ তিনি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া (৫৪) আবার আনন্দচিত্তে শীঘ্র শ্রীজীবকুঞ্জে গিয়া স্বপ্নাদেশের কথা বলিয়া গোড়-গমনের জন্য মনঃস্থির করিলেন । ব্রজবাসী সকল বৈষ্ণবের আদেশ লইয়া তিনি (৫৫) গোড়গমনে উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগাপালভট্ট, শ্রীজীব, গুরুদ্বীপদাস গোস্বামী এবং শ্রীকবিরাজ-প্রভৃতি গোস্বামীপাদগণের গ্রন্থরাশি লইলেন । (৫৬) শ্রীগোবিন্দের মধুরাবন্দ দর্শন করত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে ও শ্রীকৃষ্ণাবনকে দণ্ডাৎ প্রণত হইলেন । তৎপরে প্রেমে শ্রীমদ্বার দিকে দৃষ্টিপাত করত গিরি গোবর্ধনের দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। (৫৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন করত নয়নজলে স্থানটিকে পার্শ্বকল বরিয়া তদ্রূপে দৈববগনকে প্রণিপাত পূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে মূচ্ছিত হইয়াছিলেন। তদন্ত শ্রীলোকনাথ প্রভুর চরণেও দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহার আদেশ লইলেন। (৫৮) শ্রীলোকনাথ তাঁহার হস্ত ও শ্রীনরোত্তমের হস্ত ধরিয়া সংযোজন করত এই কথা বলিলেন—‘হে আচার্য্য প্রভো! শুন — তোমার করে অদ্য এই নরোত্তমকে সমর্পণ করিলাম—নরোত্তম তোমারই।’ (৫৯) শুনরায় শ্রীনরোত্তমকে লইয়া তিনি শ্রীজীবকুঞ্জে গেলেন। স্বয়ং চারি ভার গ্রন্থ লইয়া তিনি গোড়ে বাহা করিলে শ্রীজীবও বহু বহু বৈষ্ণবের সহিত এক ক্রোশ পর্যাণ্ত অনুগমন করিলেন। (৬০) পরস্পরের বিরহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তখন পরস্পরের তনু দগ্ধ করিতে লাগিলে তাঁহারা মূচ্ছিত হইলেন। পরে তিনি বলিলেন—‘হা বিধাতঃ! তুমি আঁত নিষ্ঠুর, কেননা প্রথমতঃ জীবগণকে প্রণয়বশ্ত করিয়া পরে আবার তাহাদিগকে বিষদ্রুত করিয়া থাক, ইহাতে তোমার কি লাভ হয় হে!!’ (৬১) এই বলিয়া নয়নজলে পথের মূর্ত্তিকা সিন্ধন করিতে করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীগোপ্বাসিকে প্রেমে গাড় আলিঙ্গন করত তাঁহার চণকমল-রংগ লইলেন এবং আবার দৈববগনকে প্রণাম করিলেন। (৬২) শ্রীনরোত্তম প্রভু কম্পিত দেহ ও করুণ শ্রীনিবাসের চরণবর বাহু দ্বারা জড়াইয়া ভূমিতে পড়িয়া দারুণ রোদন করিতে থাকিলে শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে উঠাইয়া গাড় আলিঙ্গন করত নিবর্ত্তন করিলেন। (৬৩) তখন শ্রীজীব প্রভু মথুরা নগর হইতে দৈববগনের সহিত শ্রীনিবাসের প্রতি মহালোক সহকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শ্রীবৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নরোত্তমও হরি স্মরণ করত ব্রজে চলিলেন*। (৬৪) শ্রীআচার্য্য প্রভুও পুনঃ পুনঃ শ্রীজীব-গোপ্বাসিপাদের চরণে পড়িয়া তথা হইতে অতিদ্রুত গতিতে চলিলেন এবং অদূরে বাইতে না বাইতেই আবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে গোড়দেশের দিকে সজ্বর গমন করিলেন। (৬৫) ব্রজগিরির গহবর (সমীপদেশ) হইতে গ্রন্থমেঘ আনয়ন করত গোড়ভূমিতে যিনি আনন্দসহকারে কৃষ্ণপ্রেমরূপ

* ভক্তিস্বাকর, প্রেমবিলাসাদির সহিত এখানকার ঘটনার সামঞ্জস্য নাই।

বর্ষায় কলিরূপ সূর্য্যতাপে দম্ব জীবরূপ শস্যসমূহকে সিঞ্জন করিয়া পুনরায় সজীব এবং প্রেমভক্তির বাদল করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে মহানন্দিতও হইয়াছেন, সেই শ্রীনিবাসপ্রভুর জয় হোক, জয় হোক। (৬৬) যাজ্ঞগ্রামে প্রবেশ করিয়া ইনি প্রীতিভরে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার দর্শনাশে প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সহিত প্রেম-সম্ভাষণপূর্ব্বক ইনি যত্নসহকারে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ শ্রবণ করাইতেন। (৬৭) সকলের অনুরোধে ইনি দার-পরিগ্রহ করিলেন; ভক্তিগ্রন্থের ব্যবসায় (পঠন পাঠনাদির অনুষ্ঠান) হরিনাম-গ্রহণ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দর্শনাশা, 'রাধে কৃষ্ণ' এই নাম গ্রহণ ইত্যাদিতে তিনি প্রতিদিনই কাটাইতেন। (৬৮) একদিন বাটীর পশ্চিম দিকে সরোবর-তটে তিনি বসিয়াছিলেন—তিনি দেখিলেন যে ঠিক সেইকালে ঐ পথ দিয়া মম্বথতুল্য দিব্যকান্তি একজন বিবাহ করিয়া দোলায় চাপিয়া নিজগৃহে যাইতেছেন। (৬৯) ঐ লোকটির কান্তি স্বর্ণকৈতকীর তুল্য, সিংহের ন্যায় উন্নত বন্ধ, প্রকাণ্ড বাহু, শ্রিবলী ও গম্ভীর নাভি, লোমগাজযুক্ত বিশাল উদর : চরণ ও বাহু আরক্ত; মূখমণ্ডল চন্দ্রসম, দন্তপংক্তি সুন্দর, নাসাটি উন্নত, অধরটি বিবৎ ৭ রক্তবর্ণ এবং লোচনস্বয়ং আকর্ষণবিশ্রান্ত। (৭০) গ্রীবাতে শঙ্খবৎ তিনটি রেখা, হৃদয় প্রসন্ন, উলট কদলীর তুল্য উরুস্বয়, জানুস্বয়ও সুন্দর, কেশদাম সুদীর্ঘ ও সুকুণ্ডিত, সুন্দর পটুবসনে দেহটি আচ্ছাদিত—পরম মনোজ্ঞ সেই ব্যক্তিকে আনন্দে দর্শন করত তিনি বারংবার সকলকে বলিলেন—'শুনত হে! (৭১) এই যুবা কে? কামদেব কি? না আশ্বিনীকুমার? কোনও তরুণ দেবতা কি? অথবা ইনি গন্ধর্ব্বপুত্রই কি হইবেন?' এই কথা বারংবার বলিয়া তাঁহার রূপামৃত তিনি নয়নচক্ষে পান করিতে লাগিলেন। (৭২) এবাংবধ সুন্দর দেহ লাভ করিয়া শ্রীহারির পদযুগল যে ভজন করিতে পারে, সেই মহাভাগ্যবান—এই কথা বলিয়া তিনি সহচরগণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার নাম কি? বাসস্থান কোথায় হে?' (৭৩) তখন তাঁহাদের মূখে ইনি শুনিলেন যে তাঁহার নাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তিনি পাণ্ডিত্য-বৃহস্পতি বলিলেই হয়। বৈদ্যচূড়ামণি, ভেষজ বিদ্যায় ইনি যশস্বী, সভাতেও ইনি দিব্যজয়ী। বিববিখ্যাত-কীর্ত্তি ইহার বাড়ী সরজনি নগরে (কুমার

পদ্রে) — এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস প্রভু অতি আনন্দিত হইলেন। (৭৪) আচার্য্য প্রভুর মূখে সেই সুদৃঢ় নিষ্ঠাবৃত্ত মতিমান্ রামচন্দ্র নির্বিষ্ট কর্ণে এই কথা শুনিয়া কিছুই না বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহে গেলেন বটে, কিন্তু অতি কষ্টে দিনটি অতিবাহিত করত রাগিষোগে দ্রুতগতিতে আসিয়া তাঁহারই চরনাশ্রয় করিলেন। (৭৫) রাগিতে প্রভুর বাটীর সমীপবর্তী একজনের গৃহে থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে তাঁহার চরণে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপাতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই স্কৃত্তী রামচন্দ্র পদনঃ পদনঃ বলিতে লাগিলেন — ‘হে প্রভো! আমাকে পাদপদ্ম দান করুন।’ রামচন্দ্রের মূখে এই বাক্য শুনিয়া আচার্য্য পরমানন্দিত হইলেন। (৭৬) স্ববাহুল্যায় রামচন্দ্রের করে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকে হস্তার্পণ করত আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন — ‘হে বাম্ধব! তুমি জন্মে জন্মে আমারই (দাস), বিধাতা অদ্য আমার আনন্দের জন্য মিলাইয়া দিলেন।’ (৭৭) শ্রীরাধা-গিরিধারীর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় দান করিয়া, যুগলকিশোরের বিবিধ লীলাও তাঁহাকে পদনঃ পদনঃ শ্রবণ করাইলেন, গোপবামি-গ্রন্থ পড়াইয়া আবার আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন — ‘তুমি আমার স্বরূপই হও।’ (৭৮) বৃন্দাবনে তোমার তুল্য আর এক চক্ষু বিধাতা আমাকে পূর্বে দিয়াছিলেন, বহুদিন আমি একচক্ষুই (কাণা) ছিলাম, কিন্তু সেই বিধাতা আবার অদ্য তোমাকে দিয়া আর এক চক্ষুও সমর্পণ করিলেন!!’ (৭৯) এইভাবে তাঁহাকে বহু শিক্ষা দিয়া বহুজনকে শিক্ষা করিলেন। গুণনিধি গোবিন্দ কবিরাজকে স্বচরণাশ্রয় দিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বলাস-গীত-প্রণয়নে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

(৮০) নিজকান্তা শ্রীযুক্তা ঈশ্বরী দেবীকে ও শ্রীগৌরাজপ্রিয়াকে স্বচরণাশ্রয় (দীক্ষা) দিয়া নিজ কন্যা শ্রীমতী হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাণ্ডনলতিকা এবং পুত্র গোবিন্দগতিকেও দীক্ষা দিলেন। (৮১) করুণা করিয়া শ্রীদাস ও শ্রীগোকুল মহাশয়কে, শ্রীমন্ত (চক্রবর্তী ও ঠাকুর), নৃসিংহ কবিরাজ, শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ চক্রবর্তী (স্বশুরে অথবা রঘুনাথ কর, মালতী দেবী এবং গোপীরমণ, জয়রাম, ঠাকুরদাস, নারায়ণ ও গোকুলকে এবং (৮২) আচার্য্য ব্যাসকেও পরম দয়ায় শ্রীচরণ প্রাপ্তি করাইলেন। শ্রীগোবিন্দের প্রিয় পরিজন শ্রীল

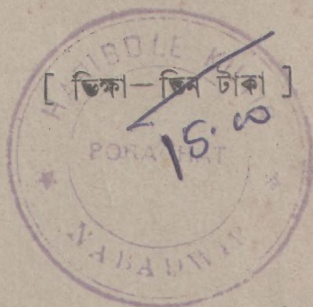
গোবিন্দ দাস নামক ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই তিনি পরম দয়া করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন—এই গোবিন্দদাস আবালা প্রবল ভজন করিয়া প্রেমমুগ্ধ হইয়া ভাবক-আখ্যা লাভ করিয়াছেন। (৮৩) বৈদ্য বনমালী ও মোহনকে এবং শ্রীরূপ দাস ঘটককে প্রেমে স্বপাদপদ্ম দান করিয়াছেন। স্ত্রী পদুজের সহিত সুধাকর মণ্ডলকে ও আট নয় জন গোপালকে তিনি বিধিবোধিত মতে দীক্ষা দিয়াছেন। (৮৪) তিনি রামকৃষ্ণ চট্টরাজ ও তদীয় ভ্রাতা কুমুদচট্টকে এবং তদীয় পুত্র চৈতনচট্টকে কৃপা করেন। ঐ বংশের প্রিয়জন কলানিধি ও বৃন্দাবনকেও শ্রীপাদপদ্ম দান করিয়াছেন। (৮৫) দীন কর্ণপুত্রকে, বংশী ও গোপালকে, রাধাবল্লভ, মথুরাদাস, রাধাকৃষ্ণ দাস, রামদাস (বনবিষ্ণুপুত্রবাসী, কবিবল্লভ ও ঠাকুর—তিনজন) ও রমণ দাসকে স্বচরণ দান করিয়াছেন। (৯৬) কবিবল্লভ ও তাহার অনুজ শ্যামভট্টকে, আত্মারাম দাসকে ও শ্রীনাড়িককে, বৈদ্য শ্রীগোপীরমণ দাস ও তদনুজ প্রিয় দুর্গাদাসকে কৃপা করিলেন। (৯৭) বনপথে পুত্রদ্ব্যন্তম (বনবিষ্ণুপুত্র?) যাওয়ার কালে গ্রন্থগুলি চুরি হইল তিনি তত্ৰত্য রাজসভায় গিয়া ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতীয় ভ্রমর গীতের পাঠশ্রবণে অতিশয় হাস্য করিলেন, (৮৮) পরে রাজা নিবেদন করিলে ইনি স্বয়ং স্বাধ-সম্মত প্রিয়া ব্যাখ্যাই আনন্দভরে করিলেন, তাহাতে রাজা বীরহাম্বীর কাকু করিয়া তাহার চরণে পড়িলেন। (৮৯) মল্লরাজকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া স্বচরণাশ্রয় এবং শ্রীহরি পাদে নৈষ্ঠিকী ভক্তি দান করিলেন। অহো! তাহার পাদপদ্মযুগলের মহিমা কি মানুষ্য বর্ণনা করিতে পারে? (৯০) সেই দেশে বহুলোককে আনন্দে শিষ্য করিয়া আবার নানা দর্শনবিদ্যে হইতে সমাগত বহু ব্যক্তিকেও শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করত স্বচরণাশ্রয় দিয়াছেন। (৯১) রত্ন, বঙ্গ, ব্রজ, মগধ, দীপ্তিময় উৎকল গঙ্গাপারের বরেন্দ্রভূমি, পার্বত্য বৃন্দাবনকাল এবং গঙ্গাতটবর্তী মধ্যদেশও যাহার প্রশিষ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে, অনন্ত-দেবসদৃশ হইলও, কেহ কি সেই আচার্য্যপ্রভু শ্রীনিবাসের শাখা বর্ণনা করিতে পারেন?

ইতি শ্রীকর্ণপুর-কবিরাজ-কৃত গুণলেশ-সূচকের অন্ত্যবাদ

(F)

প্রাপ্তিস্থান—

- ১। শ্রীহরিবোল কুটার
শ্রীধাম নবদীপ, (নদীয়া)
- ২। ডাঃ ইন্দুভূষণ সাহা
বড়াল হাট, নবদীপ ।
- ৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলি:—৬



প্রিটার—

শ্রীবিমল কুমার মিশ্র
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
নবদীপ, নদীয়া